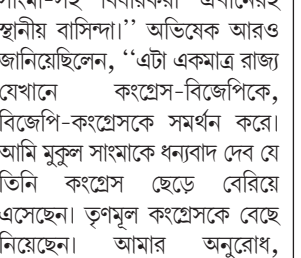


ভোট ঘোষণার আগেই প্রচারে নেমে পড়ছেন মমতা-অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ তৃণমূলের নজরে মেঘালয়। উত্তর-পূর্বের রাজ্যে অনেকদিন থেকেই ঘাটি মজবুত করতে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের ১১ জন বিধায়ক তৃণমূলে যোগদান করায় এখন মেঘালয় বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দল তৃণমূলই। আগামী মাসের শুরুতেই মেঘালয় বিধানসভার নির্বাচনেও অংশ নেবে বাংলার শাসকদল। এরই মধ্যে আগামিকাল, বুধবার মেঘালয়ের উত্তর গারো পাহাড়ে রাজনৈতিক সভা করবেন তৃণমূলের চেয়ারম্যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দুপুরে উত্তর গারো পাহাড়ের এক মাঠে এই জনসভা হবে। মেঘালয়ের বিশ্ণু জিততে অভিষেক জানিয়েছিলেন, “মেঘালয় দিল্লি বা গুয়াহাটির সামনে মাথা নিচু করবে না। উত্তর-পূর্ব ভারত ভগবানের, শান্তির, সম্প্রীতির। বিজেপির একাধিক বড় বড় নেতা এসেছিলেন বাংলায়। আমরা তাদের জাগুগা কোথায়, তা দেখিয়ে দিয়েছি।” মেঘালয়ে তৃণমূল যে ‘বহিরাগত’ নয়, তা প্রমাণ করতে অভিষেক জানিয়েছেন, “তৃণমূল জিতলেও মেঘালয়কে বাংলা শাসন করবে না। এখানের অধিবাসী খাপি, গারো, জয়ন্তিয়ারাই থাকবেন কারণ মুকুল সাংমা-সহ বিধায়করা এখানেরই স্থানীয় বাসিন্দা।” অভিষেক আরও জানিয়েছিলেন, “এটা একমাত্র রাজ্য যেখানে কংগ্রেস-বিজেপিকে, বিজেপি-কংগ্রেসকে সমর্থন করে। আমি মুকুল সাংমা‌কে ধন্যবাদ দেব যে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে গিয়েয়ে এসেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছেন। আমরা অনুরোধ, বিজেপিকে ওদের পথ দেখিয়ে দিন। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, গগনন্তে প্রতিষ্ঠা হবে সেই পূর্ব দিক থেকেই।” রাজনৈতিক মহলের মতে, শুধুমাত্র ২০২৬-এর বিধানসভা নয়, বরং ২০২৪-এর লোকসভার জন্যও মেঘালয়কে টার্গেট করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই দলের পক্ষ থেকে সদস্য সংগ্রহ অভিযান চালু করা হয়েছে। যা যা ঘোষণা বা বক্তব্য তিনি শিলংয়ে রেখেছিলেন তা রাজনৈতিকভাবে বাস্তবিক রূপ দেওয়ার জন্য মেঘালয়কে দিল্লির সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর।



জানা যায়নি। যাঁরা পোস্টার লাগিয়েছিলেন, পুলিশ তাদের খোঁজার কাজ পুলিশ শুরু করেছে কি না তা-ও অজানা। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারও করা হয়নি। সোমবার সেই তদন্তের স্ট্যাটাস রিপোর্ট জানতে চায় হাইকোর্ট। আগামী ৩০ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। যোধপুর পার্কে বিচারপতি মান্নার বাড়ির সামনে দেখা গিয়েছিল সেই বিতর্কিত পোস্টার। পার্ক থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে দেওয়ালেও সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই পোস্টার। পোস্টারে লেখা ছিল, ‘ডিসঅ্যাপ্রি ইন দ্য নেম অফ জুডিশিয়ারি’, নীচে লেখা, ‘হোয়ারস্‌ দ্য জাস্টিস্‌ মাই লর্ড?’ পোস্টারে নাম ছিল স্তম্ভেন্দু অধিকারী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নামও। স্থানীয় বাসিন্দারা সকালে উঠেই এই ধরনের পোস্টার দেখতে পান। রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা ওই পোস্টার লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। উল্লেখ্য, এজলাসে বাধা দেওয়ার ঘটনায় একটি স্বতঃপ্রগোদিত আদালত অবমাননার মামলা হয়। সেই মামলায় রুল জারি করেছিলেন বিচারপতি মান্না। এরপরই এজলাসের সামনে থেকে আইনজীবীদের অবস্থান উঠে যায়।

নামী বেসরকারি হাসপাতালের কোটি টাকা জরিমানা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতাল বিপুল জরিমানা করল জাতীয় ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। রোগীর পরিবারকে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আলিপুরের কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টারকে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। মামলার খরচ বাবদ অভিযোগকারীকে আরও ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিপূরণের ব্যবতীয় টাকা মিটিয়ে দিতে হবে অভিযোগকারীকে। এক ইসস্কে কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টারের চিকিৎসা পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে রায়ের মুখাসচিবকে। কোঠারি মেডিক্যাল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রায়ের বিষয়টি জানা নেই, খোঁজ নেওয়া হবে। ২০১৪ সালে চিকিৎসক অরুণিমা সেনের মৃত্যু হয়। তাঁর পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম ছিল। ঋতুস্রাব চলাকালীন তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হন ওই চিকিৎসক। কোঠারির চিকিৎসক তাঁকে ল্যাপ্রোসকপির তাই টেস্ট করতে বলেন। অভিযোগ, অরুণিমা এই পরীক্ষা করতে রাজি ছিলেন না। চিকিৎসকের চাপে রাজি হন। শেষ পর্যন্ত, পরীক্ষা চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। এর পরেই আলিপুর থানায় কোঠারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং সাতজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন অরুণিমার স্বামী সোমরাজ সেন। পাশাপাশি জাতীয় ক্রেতা সুরক্ষা আদালতেও ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেছিলেন তিনি।

বিচারপতি মান্নার বিরুদ্ধে পোস্টার, রিপোর্ট তলব করলেন প্রধান বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ বিচারপতি রাজাশেখর মান্নার বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানোর ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চার নির্দেশ, আগামী সাত দিনের মধ্যে এ বিষয়ে রিপোর্ট দিতে হবে রাজ্যকে। তার পাঠ্য হলফনামা দেবেন মামলকারীও। সম্প্রতি বিচারপতি মান্নার বাড়ির কাছেই তাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানোর ঘটনায় বিতর্কের সূত্রপাত হয়। সেখানেই শেষ নয়, ওই ঘটনার পর বিচারপতির মান্নার এজলাস আটিকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন আইনজীবীদের একাংশ। পোস্টার লাগানোর ঘটনায় জনস্বার্থ মামলা হয়েছে হাইকোর্টে। সেই মামলাতেই রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে হবে হাইকোর্টে।



জানা যায়নি। যাঁরা পোস্টার লাগিয়েছিলেন, পুলিশ তাদের খোঁজার কাজ পুলিশ শুরু করেছে কি না তা-ও অজানা। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারও করা হয়নি। সোমবার সেই তদন্তের স্ট্যাটাস রিপোর্ট জানতে চায় হাইকোর্ট। আগামী ৩০ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। যোধপুর পার্কে বিচারপতি মান্নার বাড়ির সামনে দেখা গিয়েছিল সেই বিতর্কিত পোস্টার। পার্ক থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে দেওয়ালেও সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই পোস্টার। পোস্টারে লেখা ছিল, ‘ডিসঅ্যাপ্রি ইন দ্য নেম অফ জুডিশিয়ারি’, নীচে লেখা, ‘হোয়ারস্‌ দ্য জাস্টিস্‌ মাই লর্ড?’ পোস্টারে নাম ছিল স্তম্ভেন্দু অধিকারী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নামও। স্থানীয় বাসিন্দারা সকালে উঠেই এই ধরনের পোস্টার দেখতে পান। রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা ওই পোস্টার লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। উল্লেখ্য, এজলাসে বাধা দেওয়ার ঘটনায় একটি স্বতঃপ্রগোদিত আদালত অবমাননার মামলা হয়। সেই মামলায় রুল জারি করেছিলেন বিচারপতি মান্না। এরপরই এজলাসের সামনে থেকে আইনজীবীদের অবস্থান উঠে যায়।

রোগের নাম ‘রেফার’, রাতভর চার হাসপাতাল ঘুরে সকালে এনআরএসে প্রাণ গেল যুবকের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বারবার নানা অভিযোগ ওঠে। সবথেকে বেশি অভিযোগ বোধহয় রোগী রেফার নিয়ে। অভিযোগ, মঙ্গলবার রেফারের বলি হলেন ২৬ বছরের এক যুবক। পরিবারের দাবি, শহর কলকাতায় একের পর এক হাসপাতাল ঘুরে তোরে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেমনাদ চন্দ্র নামে ওই যুবককে। সেখানেই মারা যান তিনি। টালিগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন যেমনাদ। তাঁর পরিবার এই ঘটনায় হাসপাতালের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, ফুটবল খেলতে গিয়ে কিছুদিন আগে কঁচকিতে চোট লাগে যেমনাদের। এরইমধ্যে সোমবার বাইক থেকে পড়ে গিয়ে ফের আঘাত পান তিনি। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন ওই যুবক। সন্ধ্যায়

বিচার বিভাগে কোনও হস্তক্ষেপ চাই না মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ বিচার ব্যবস্থায় স্বাধীনতা চাই। মঙ্গলবার হাসিমারা যাওয়ার সময় কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ব্যবস্থা নিয়ে নাম না করে কেন্দ্রকে তোল দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে জট অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে এবার বিষয়টি নিয়ে সরব হলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরাসরি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, “বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভর হওয়া উচিত। কলেজিয়ামের ক্ষেত্রে যেমন কেন্দ্রের সুপারিশ থাকতে পারে, তেমনই রাজ্যগুলিরও প্রতিনিধি থাকা উচিত। কিন্তু, রাজ্যের কোনও সুপারিশ মানা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করছে।” বিচারব্যবস্থায় স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “আমরা চাই সকলের জন্য ন্যায়বিচার। বিচার বিভাগে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। গণতন্ত্রের স্বাধীনতা চাই। মন্দির, মসজিদের মতো বিচারব্যবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিচার বিভাগে কোনও হস্তক্ষেপ চাই না। কিন্তু, হাস্যকর পরিস্থিতি চলছে। আজ গণতন্ত্র বিপন্ন।” প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম ব্যবস্থা থেকে হাই কোর্টে আইনজীবীদের বিচার বিভাগে দাবি বিচার ব্যবস্থাই বর্তমানে প্রশ্নের মুখে। এই পরিস্থিতিতে বিচার ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের মন্তব্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এদিন বিচার ব্যবস্থায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলার পাশাপাশি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিরুদ্ধেও তোল দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি থাকছেন জগৎ প্রকাশ নাড্ডাই

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারিঃ ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি হিসেবে মেয়াদ বাড়ল জেপি নাড্ডার। ২০২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই পদে থাকছেন নাড্ডাই। বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে এই সিদ্ধান্ত নিল গেরম্যা শিখার। বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথা ঘোষণা করেছেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন জেপি নাড্ডাকে আরও এক দফা রাষ্ট্রীয় সভাপতি পদে রেখে দেওয়ার প্রস্তাব দেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। সর্বসম্মতভাবে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। অমিত শাহ বলেন, “জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে তেলঙ্গানা এবং বাংলায় বিজেপির পদের মতো পরিষে্ব তৈরি করেছে। নরেন্দ্র মোদি এবং জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে ২০২৪ সালে বিজেপি ২০১৯ সালের থেকেও বেশি ব্যবধানে জিতবে। ২০২৪-এ মোদিই প্রধানমন্ত্রীর পদে ফিরবেন।” এর আগে শোনা যাচ্ছিল জেপি নাড্ডার কাছ থেকে দলের রাষ্ট্রীয় সভাপতির দায়িত্ব ত্যাগের কথা হতে পারে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং চলতি বছরে নির্ধারিত ৯ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের দায়িত্ব কোনও নতুন মুখের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে। নতুন



প্রথম দিনে, যেভাবে আসম ৯ রাজ্যের নির্বাচনের সবকটিতে দলকে জেতানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন জেপি নাড্ডা, তাতে রাজনৈতিক মহল মনে করেছিল জেপি নাড্ডাই এই পদে থেকে যাবেন। এদিন, প্রত্যাশা মতেই নাড্ডার প্রতিই আস্থা বজায় রাখলেন দলের কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, নাড্ডার নেতৃত্বে আস্থা রেখেছেন দলের কার্যনির্বাহী সমিতির সকল সদস্যই। তিনি বলেন, “দেশের সমস্ত রাজনৈতিক বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের বেশি গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়। আমরা দলের গঠনমন্ত্র অনুযায়ী

বৃথ পর্যায় থেকে দলের সভাপতি পদ পর্যন্ত সকল পদের জন্য নির্বাচন আয়োজন করি। নির্বাচনের আগে যে সদস্য সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়, কোভিড মহামারির প্রভাব তাতেও পড়েছিল। সেই কারণেই বৃথ পর্যায়ে নির্বাচন করা যায়নি। তাই সবপটি

পদের নির্বাচনও পিছিয়ে গিয়েছিল। জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে মহামারি চলাকালীন ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে দল।” ২০১৯ সালে অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর, দলের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেন জেপি নাড্ডা। প্রথমে তাকে দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরে পূর্ণ তিন বছরের মেয়াদে নিযুক্ত করা হয়। এই তিন বছরের মেয়াদে নাড্ডার নেতৃত্বে ছিল যে বিজেপি বিহার, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিতে ভাল ফল করেছে, পশ্চিমবঙ্গেও শক্তি বাড়িয়েছে বলে জানান অমিত শাহ।



বন্দ্যোপাধ্যায়। অসম, মেঘালয়ের উত্তেজনা চলার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “মেঘালয়ে গেলে বুঝতে পারব ওখানকার অবস্থা। তবে আমাদের এখানেও বিএসএফ অনেককে গুলি করে মেরে দিয়েছে।” অসম, মেঘালয়ের সমস্যাও সমাধান হওয়া উচিত বলেও দাবি জানিয়েছেন তিনি। এদিন সাংবাদিকেরা বিজেপির আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির এখন থেকে প্রস্তুতির কারণ নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর মতামত জানতে চান। জবাবে সরাসরি কিছু না বললেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “সব কথার উত্তর দিতে নেই। কিছু সময়

নির্বাচনী ডক্বা বাজতে চলেছে উত্তর পূর্বের তিন রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারিঃ আগামী বৃহস্পতিবারই সম্ভবত দেশের উত্তর পূর্বের ৩ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দিক্ষক্ষণ ঘোষণা করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়ের বিধানসভার মেয়াদ আগামী মার্চ মাসেই শেষ হচ্ছে। এই তিন রাজ্যে ভোটের দিন বৃহস্পতিবার ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। এদিন থেকে রাজভবন-নবাব-বিকাশভবন একসুরে কাজ করবে। এতদিন পর্যন্ত যা বিতর্ক ছিল তা এখন অতীত।” উল্লেখ্য, এতদিন পর্যন্ত বারংবার উঠে আসত রাজ্যের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত, বিকাশভবনের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত। বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক

‘বিরোধ নয় সমন্বয়’ রাজভবনে বৈঠক শেষে ঘোষণা ব্রাত্যর, সংঘত মেটার ইঙ্গিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ মঙ্গলবার রাজভবনে আচার্য, উপাচার্য ও শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক হয়। জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল থাকাকালীন পরপর দু’বার আচার্য হিসেবে বৈঠকে ডেকেছিলেন সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের। কিন্তু কোনওবারই কোনও উপাচার্য যাননি। এবার সিডি আনন্দ বোস রাজ্যপাল পদে আসার পর বসে বৈঠক। আর সেই বৈঠক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। জানানেন, রাজ্য-রাজভবন সংঘাতে ইতি। এমনকী রাজ্যপাল সি ডি আনন্দ বোসকেই ‘আচার্য’ সম্বোধন করেন তিনি। রাজ্য-



রাজভবন-বিকাশভবন এবার থেকে একসঙ্গে কাজ করবে বলেও রাজ্যপালের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বলেন, “আমরা একটি বৈঠক করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি-হাল হকিকত খুঁটিয়ে বেনেছেন আচার্য। প্রত্যেক উপাচার্যের সঙ্গে মাননীয় আচার্য আলাদাভাবে কথা বলেছেন।” এরপরই শিক্ষামন্ত্রীর “প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদাভাবে খোঁজ খবর নিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং দফতরের উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন। আজকের বৈঠকের মূল নির্যাস বিরোধ নয় সমন্বয়। এটিই এখন থেকে দফতরের সঙ্গে রাজভবনের আগামিদিনে জারি থাকবে। যদি কোনও বাস্প থেকে থাকে এখন থেকে তাঁর সম্পূর্ণ অবনমন ঘটল। এখন থেকে রাজভবন-নবাব-বিকাশভবন একসুরে কাজ করবে। এতদিন পর্যন্ত যা বিতর্ক ছিল তা এখন অতীত।” উল্লেখ্য, এতদিন পর্যন্ত বারংবার উঠে আসত রাজ্যের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত, বিকাশভবনের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত। বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক

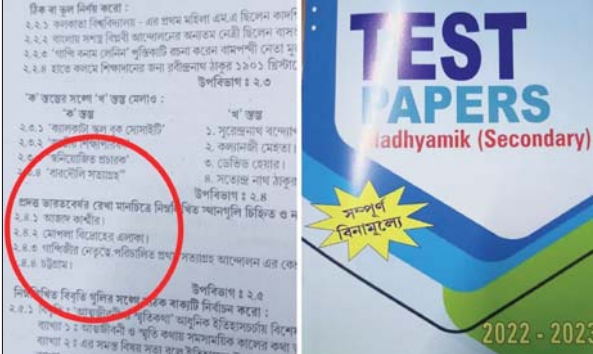
মাধ্যমিকের টেস্ট পেপারে ‘আজাদ কাশ্মীর’, প্রশ্ন ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে পরীক্ষার্থীদের ঘরে ঘরে দেখা যায় টেস্ট পেপার। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একত্রিত করা হয় এই পুঁজিকাগ। মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রের জন্য এই টেস্ট পেপার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হয়। এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই সেই টেস্ট পেপার খিরে বিতর্ক রাজ্যে। টেস্ট পেপারের

ইস্যুতে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। এদিন তারই অবসান ঘটল। আচার্যর সামনেই ব্রাত্য বসু পরিস্কার করে দিয়ে জানালেন এটি একটি ঐতিহাসিক বৈঠক। এবং এই বৈঠকের জেরে আর কোনও বিরোধ নয়, শুধুই সমন্বয়। এই ইস্যুতে সিপিএম নেতা সৃজন চক্রবর্তী বলেন, “শিক্ষামন্ত্রীর বলা উচিত ছিল মুখামন্ত্রী হবেন আচার্য। রাজ্যপাল আর আচার্য থাকবেন না বলে সেদিন বিল আনলেন। আজ আবার বৈঠকে হাজির হলেন। আমরা চাইব কোনও শিক্ষাবিদ হোক আচার্য। আর রাজ্যপাল-নবাব-বিকাশভবন একসঙ্গে কাজ করবে, এটিই তো হয়ে এসেছে।

নতুন কী আছে?” অপরদিকে, বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, “কুড়িজন উপাচার্যকে ইউজিসির নির্দেশ না মেনে রাজ্যপালকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁরা নিয়োগ করেছিলেন। সেই মামলা চলছে। সমস্ত জগায় আচার্য হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন। তবে বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা চাই সংঘাতের আনহ না থাকুক। এটিই স্বাভাবিক যে রাজভবন-রাজ্য-নবাব একসঙ্গে কাজ করবে। এটা পরিষে্ব তৃণমূলই নষ্ট করেছিল। এটা এখন লম্বা-চওড়া করে বাড়ানোর দরকার নেই।” জগদীপ ধনখড় বাংলার রাজ্যপাল থাকাকালীন তাঁর জমানায় রাজ্য-রাজপাল সংঘাত বারবার শিরোনামে উঠে এসেছে। ধনখড়ের আমলেই রাজ্যপালের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার জন্য বিল আনা হয়েছিল। রাজ্যপাল-নবাব-বিকাশভবন একসুরে কাজ করবে। এতদিন পর্যন্ত যা বিতর্ক ছিল তা এখন অতীত।” উল্লেখ্য, এতদিন পর্যন্ত বারংবার উঠে আসত রাজ্যের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত, বিকাশভবনের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত। বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক

দিয়ে বলা হয়েছে, মানচিত্রে সেগুলি চিহ্নিত করতে হবে। আর তার প্রথমটিই হল ‘আজাদ কাশ্মীর’। মামলাহের একটি স্কুলে প্রশ্নপত্রে এই প্রশ্ন ছিল বলে দাবি করেছে পর্ষদ। এই প্রসঙ্গে পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, বিষয়টি জানতে পরেই সংশোধন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, “যাঁরা টেস্ট পেপার তৈরি করেন, তাঁদের বলেছি বিষয়টা



১৩২ নম্বর পাতায় লেখা রয়েছে ‘আজাদ কাশ্মীর’। আর তা থিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এই ঘটনায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার বলেন, “এই বিষয়টা স্কুলের তৈরি প্রশ্নপত্র অপরিবর্তিত রেখেই তোলা হয় টেস্ট পেপারে, আর এবারও তা হয়েছে। কিন্তু, এমন একটি শব্দ তোলার আগে কেন দেখা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।” ভুল স্বীকার করে, তা সংশোধন করতে তৎপর হয়েছে পর্ষদ। চলতি বছরের টেস্ট পেপারে ১৩২ নম্বর পাতায় ম্যাপ ক্যাশ্মির-এর একটি প্রস্তাব ‘আজাদ কাশ্মীর’ লেখা রয়েছে। চারটি স্থানের নাম

খতিয়ে দেখতে। তবে কোনও স্কুলের অটোনমিতে আমরা হস্তক্ষেপ করি না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।” কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার বলেন, “এই বিষয়টা ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যা হয়েছে সেটা ভুল হয়েছে।” দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠেছে, তখন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কৃপাল ঘোষ বলেন, “ওই স্থানের কোনও অস্তিত্ব আমরা মানি না। তবে কী প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, সেটা না দেখে মন্তব্য করা সম্ভব নয়।” পর্ষদ সূত্রে খবর, ভুল সংশোধন করে পর্ষদের ওয়েবসাইটে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।

কলকাতায় ৭৪ তম
প্রজাতন্ত্র দিবস
পালনের প্রস্তুতি শুরু

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি দেশেজুড়ে
মহা তত্ত্বাবধানের দিবস পালনের
প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দিল্লীতেও
প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভ প্রজ্ঞাপনের
প্রস্তুতি মঙ্গলবার চালা
বন্ধ করে যাবে।
মহা চলাকালীন
পুলিশ নিরাপত্তা ছিল চায়ে পড়ার
প্রস্তুতি। পুলিশের তরফে জানানো
হচ্ছে, প্রজাতন্ত্র দিবসের মহা
উপলক্ষে ১৮, ২০, ২১ ও ২৪
জানুয়ারি রোজ যোগ-সম্মেলন
করবে। রাষ্ট্রীয় বাহ্যে চলাকালীন
করবে। হতে প্রজাতন্ত্র দিবসের
কলকাতায়ের মহা এই করণ
দায়বিশেষে হুইপসি রোজ, ১৮
জানুয়ারি সেনা, কুইন্সপার্ট, দক্ষিণ
রোজ, কিসেওয়ে ও রাণী রাণাণী
আনিউইয়ের দক্ষিণ প্রান্তের রাণাও
মহা রাণী হতে। বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রীয়
প্রজাতন্ত্র দিবসে দেখা হতে এবং এর
প্রজাতন্ত্র দিবসে থাকে একটি
কলকাতা ডেইলিকের রিটার্সাল
কলকাতা-নেওয়া হতে।
লতকতা নেওয়া হতে।

নেতাজীকে শ্রদ্ধা
জানাতে সভা
মোহন ভাগবতের

বলাকাত, ১৭ জানুয়ারি ১৯৩৬
জানুয়ারি সন্ধ্যাে নেতাজী সুভাষচন্দ্র
বসুর জন্মদিনের প্রতি প্রতি শ্রদ্ধা
জন্যে নেতাজী সমাজসেবক সংঘের
আরওএসএস সরস্বতীচালক মোহন
ভাগবত এক প্রেক্ষাগৃহে
করবেন। ৫ দিনের ফরফের তিনি
করকাতায় আসছেন। কোথায় সভা
করবেন, তা ঠিক হয়ে গেছে। আর
সুপারিশের অনুমতিও পাওয়া গেছে।
মোহন ভাগবত পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের
আরওএসএস নিয়ে আলোচনা করবেন।
আরওএসএসের দক্ষিণবঙ্গের এক
কর্মকর্তা জানান, '১৯৪০ সালের
১৮ জুন ফরওয়ার্ড ব্লকের অস্থানীর
জননে নেতাজী নাগপুরে গিয়েছিলেন।
তখন আরওএসএসের প্রতিষ্ঠাতা তথা
অনুশীলন সমিতির প্রাক্তন সদস্য
ডাঃ কেশব বলিরাং হেডগোয়ারের
বন্দে ধোকা তত্ত্বাবধান। কেশব
বলিরাং তখন অসুস্থ। বিছানায়
শয্যাশায়ী ছিলেন। নেতাজী তাঁকে
জিজ্ঞাসা করেছিলেন
আরওএসএসের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে
বসুর যানা। তাই মোহন ভাগবত
নেতাজীর প্রতি যে শ্রদ্ধা জানাবেন,
তা নতুন কোনও বিষয় নয় বলে
আরওএসএস সুদ্রে জানা গেছে।

বরুণ গান্ধীর সঙ্গে
আমার আদর্শ মেলে
নাঃরাহুল গান্ধী



হোশিয়ারপুর, ১৭ জানুয়ারিঃ বরগাঙ্গীর নৈঋত তীরে মতাদেশের কোনও গান্ধী নেই বলে মনে করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে এক সংলাপে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গান্ধী বলেন, বরগাঙ্গী বিজেপির হয়ে রয়েছেন, তিনি যদি ভারত জোড়ো যাত্রা হাটেন, তাহলে তাঁর পক্ষে মতাদেশ হতে পারে। আমার আদর্শ তাঁর আদর্শের সঙ্গে মেলে না। এরপরই আরও একথাও এগিয়ে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, আমি আবারএসএসএ-এর অফিসে যেতে পারব না, তার আগে আমাকে শেরশেদে করতে হবে। আমার বিরুদ্ধে একটা আদর্শ আছে। বরগাঙ্গীরকাটি আদর্শ মেনে নিয়েছে। বরগাঙ্গী সেই আদর্শ মেনে নিতে পারছি না। মঙ্গলবারই ভারত জোড়ো যাত্রাকালীন এক যুবক নিরাপত্তাবাহিনীকে পরেয়ে রাহুল গান্ধীকে তাহলে যান এবং রাহুলকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করেন। এ প্রসঙ্গে এদিনের সংলাপে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, আমি যাত্রায়ক মানুষের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ রয়েছে। ভূমি কর বকেয়া মামলায় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ঐশ্বর্যা রাই বচ্চনকে নোটিশ

মুইই, ১৭ জানুয়ারিঃ বলিউড অভিনেত্রী ঞ্রুথ রাই বজনকে জমি কর বকেয়া মামলার নাসিক জেলার সন্মার তহসিলের তহসিলদার নোটিশ জারি করেছেন। সুত্রের খবর, এই নোটিশের পরেও ঞ্রুথ রাই এই খবর লেখা পর্যন্ত জমির কর পরিশোধ করেননি। খবর অনুসারে, ঞ্রুথ রাই সহ ১২০০ জন তহসিল অফিস জমির কর পরিশোধ করেননি, তাই তাদের সবাইকে

আর্থিক নীতির কারণেই শক্তিশালী ও
আত্মনির্ভর হয়েছে ভারতঃধর্মেন্দ্র প্রধান



আরও অর্থনীতি দপ্তরমত স্থানে
ছিল, এখন তা পঞ্চম স্থানে এসেছে।
কোভিড মহামারীর সময় কেউ যেন
ক্ষুধার্থ না থাকে তা আমরা নিশ্চিত
করিচ্ছি। এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে
কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান
আরও বলেছেন, আমাদের সরকার
শ্রোগোনে বিশ্বাস করে না, পদক্ষেপ
গ্রহণে এবং ফলাফল আনতে বিশ্বাস
করে। আমরা আবেগের সঙ্গে কাজ

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান
আরও বলেছেন, আমাদের সরকার
স্নেহগানে বিশ্বাস করে না, পদক্ষেপ
গ্রহণে এবং ফলাফল আনতে বিশ্বাস
করে! আমরা আবেগের সঙ্গে কাজ

সমবায় মন্ত্রক বিশ্ব জৈব বাজারে ভারতের অংশ বৃদ্ধিতে নিযুক্ত



সমিতি গঠন করা হয়েছে জৈব চাষে
বাড়বে কৃষকদের আবেশে জৈব
চাষ চালু থাকলে কৃষকদের আয় বাড়বে
বলে মনে করে সমবায় মন্ত্রণালয়।
এই পরিস্থিতিতে, সমবায় গুলি
কৃষকদের জন্য সত্যিকার হিসাবে
প্রমাণিত হবে কারণ সমবায়গুলি
একটি অন্তর্ভুক্তিকাল উন্নয়ন মন্ত্রণে
চালাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্ব জৈব খাদ্য
বাজারের মোট আকার (২০২০)

প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকার। ১৯০টি দেশে ৭৪৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৩৪৯ লক্ষ জৈব পণ্য উৎপন্ন হয়। যেখানে খুচরা বাজারে ভারতীয় জৈব পণ্য প্রায় ২৭,০০০ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হয়। যার মধ্যে ৭ হাজার কোটি টাকার রফতানি জড়িত। ২৭ লক্ষ হেক্টর জৈব জমিতে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ভারত। সম্ভাব্য মন্ত্রণালয় বলছে,

পারবেশ-জলবায়ু নিয়ে আলোচনা যাদবপুরে

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি :
 একতরফারমেটেজটিজম উইদাউট
 ফুল স্টুগাল ইজ গার্ডে নিউ।
 বলেছিলেন চিকো। মেডেস।
 আমাজনের জঙ্গল বাতাসে তাঁর
 আঁজবান লড়াই এবং তারপর
 জঙ্গল মাফিয়াদের হাতে তাঁর
 মৃত্যু। আজ ছোট পদসির বাগান
 করে, বাড়ির বালকনিতে ফুল
 ফুটিয়ে, ফল বারিয়ে পরিবেশে

নিম্নে সচেতনতা যে কম, তাও কি
উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নহ? যাদবপুর
কমিউনিটি কলেজের 'অফ মিডিয়া,
কমিউনিকেশন অ্যান্ড কালার' ও
'যৌথ আয়োজনে মঙ্গলবার অনিতা
ব্যানার্জি মেমোরিয়াল হলে আয়োজন
করছে এক আলোচনাচক্র
একট্যাঙ্গেলে ওয়াশ্'। সকাল
১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ম্যাথিউ হিবার্ড, স্বর্ণা ভট্টাচার্য,

করি সকলের কল্যাণে সম্মিলিত
কাজই আমাদের লক্ষ্য এখন
আমরা বিহিত দর্শন ধর্মশ্রু এবং
আরও বলেছেন, মোদি সরকার
কৃষকদের নিয়ে খুবই চিন্তিত। তারা
কৃষকদের নিজেদের উপাধিভিত্তিক
উপযুক্ত দাম পায় এবং তাদের
কল্যাণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন
নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি আন
বলেছেন। ধর্মশ্রু প্রাচীরের কথা,
নতুন ভারতে যিনি 'হাওয়াই
চল' পেরেন তিনিও 'হাওয়াই
জাহাজ' এ বসতে পারেন।
অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়ন দ্রুত
গতিতে হচ্ছে। ভারতে ক্রুজ ট্রান্সপ
এখন আর শুধু বইয়ে নেই! এট
এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

আমরা যদি জৈব চাষের এলাকা বাড়াতে এবং বৃহৎ পরিসরে বৈশ্ববিশ্ববাজারে নিয়ে যেতে সক্ষম হইলে তাহা দেশের কৃষকরা সরাসরি সমাজের উপকৃত হবেন। বর্তমানে, ভারতের প্রায় ১৬ লক্ষ কৃষক জৈব চাষ করছেন যেখানে সমগ্র বিশ্বে ৩৪ লক্ষ কৃষকই উৎপাদনকারী রয়েছে।

বিশ্ব জৈব বাজারে ভারতের অংশ ২০০২-২০০৩ শতাংশ। এই পরিধি বাড়াতে দেশের কৃষকরা অনেক কাজ উদ্ভাবিত করেছেন।

সুবিধাজনক সারা বিশ্বে জৈব চাষের পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। মানুষ সুস্থ খাদ্য খাওয়াতে জৈব পণ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

আজকের জৈব পণ্যের দামও পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি পরিবর্তিত বৈশ্বের জন্য জৈব উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে।

ভারতের কাগজ ভারতের নিজস্ব চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় কৃষি জলবায়ু রয়েছে।

হিমাংশু কুমার, অতীক রায়, অনুজলাইশ, দবারতী, কুমার রাণা ও অমিতেশ মুখোপাধ্যায় আলোচনায় অসংশয়গে ভারতব্রিত জলযেহন ইউরোপ ও ভারতের জলযায় পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্দোলন, পূব ভারতের জলাভূমির দূষণ, বস্তুর ফেলক আদিবাসী উখাত ও কলস্বরূপ পরিবেশ সস্কট, ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় উঠে এসেছে।

দুরন্ত বার্তা

কেনিয়ার উপ-রাষ্ট্রপতির সঙ্গে
সাক্ষাৎ ওম বিড়লার, জি-২০-সহ
নানা বিষয়ে উভয়ের মতবিনিময়



নাহিরাবা, ৭ জানুয়ারী কেন্দ্রীয় উপ-রাষ্ট্রপতি রিগাথি গ্যাচাপ্তারা সঙ্গে
সাক্ষাৎ করেছেন লোকসভার শিক্কার ও বিজ্ঞা। দুই নেতার মধ্য
ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব, স্বল্পসংবাদ-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
মতবিনিময় হয়েছে। লোকসভা শিক্কার ও বিজ্ঞা এই মুহুর্তে কেন্দ্রীয়
রয়েজিষ্টারসোমবার রাতে টুইট করে লোকসভার শিক্কার ও বিজ্ঞা
জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় উপ-রাষ্ট্রপতি রিগাথি গ্যাচাপ্তারা সঙ্গে ক্ষমপ্রসূ বৈক
হয়েছে। প্রাচীনালক শ্রেণে ঘনিষ্ঠ ও মনুষ্পূর্ণ সম্পর্ক উভয় দিক করে ভাত ও
কেন্দ্রীয়। আমরা শুধুমাত্র সামুখিক প্রতিবেদনই নই, আমরা উপনিবেশিক
বিরোধী সংগ্রামের অভিন্ন ঐতিহ্য এবং স্বল্পসংবাদে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করি

শুরু হচ্ছে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু
স্মারক ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি মেলা

মকলাত, ১৭ জুলায়ার ঐ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ আয়োজিত আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মারক ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি মেলা। চলবে ২০ জুলায়ার পর্যন্ত। হাঙ্গার আনাচ কানাচ থেকে বিজ্ঞানমনস্করা হাজির হবেন উত্তর কলকাতার বেঙ্গা পার্কে। কার্টিচাচদের উৎসাহ দিয়ে বিজ্ঞানের প্রতিভা অতিবাসীকে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান মেলা। টাটকা দু'ছর কেভিড ভ্যাকসিনের ভাঁটা পড়েছিল পুরনো দেশ। এবার আবার তা স্নানহীনা। থিম, শক্তি খরচ করছ হেলায়, তেতে উঠলে পড়বে ঠেলায়। মেলায় থাকছে আন্তর্বিদ্যালয় মডেল প্রতিযোগিতা, আন্তর্কলেজ মডেল প্রতিযোগিতা। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা নানান ঐচ্ছানিক সূত্র বিশ্লেষণে মডেল বানিয়ে আনবেন মেলায়। সেটা মেলায়কে পুরস্কৃত করবেন মিলিয়ে। প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে ইচ্ছুকরা যোগাযোগ করতে পারবেন ৭০০২৯১২৯১১ নম্বরে। প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে গেলেও এই নম্বরে যোগাযোগ করতে বালেহন আয়োজকরা। মেলায় থাকবে থাকছে নম্বরে প্রশ্রনী ইতিমধ্যেই বংলার পঞ্চাঙ্গটি স্কুল, ২৫ টি কলেজ অংশ নিয়েছে বিজ্ঞান মেলায় প্রতিযোগিতায়। বাংলায় তখবদ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা আলোকিত করবেন মেলা প্রাঙ্গণ। প্রথম দিন উপস্থিত থাকবেন, আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক সুনিকুমার রায়। তার হাতে দ্বারোদঘাটন হবে মেলায়। আকাশ কী বাত? অন্ধকারের নক্ষত্রদের ভাষা শেখাবেন ইন্সটিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি স্পেস আ্যান্ড অ্যান্টারিসের ডিষ্টেন্ডের ডেবীপ্রসাদ দ্যার। একঝাঁক বিজ্ঞানমনস্কদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষাবিদ পবিত্র মল্লিক, এসএসসকেএম হাসপাতালের সার্জন ডা. দীপেন্দ্র সরকার, ডা. মানস গুম্ভা, ড. এসগি গাঢ়ৌরি। কিশোর-কিশোরীদের বিজ্ঞানে খুঁটিনাটি পাঠ দেবেন বিশিষ্টা। প্রতিদিন দুপুর দুটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত বিজ্ঞান বিষয়ক আলপ, আলোচনা, চর্চা হবে দিয়ে শান দেওয়া হবে বুকিত।

চন্ডিগড়ের মেয়র নির্বাচিত অনুপ গুপ্তা
বিজেপির ঝুলিতে ১৫টি ভোট, আপ পেল ১৪



হয়েছেন বিজেপির অনুপ গুপ্তা।
মেয়র নির্বাচনে বিজেপি জিতেছে
১৫টি ভোট ও আপ পেয়েছে ১৪টি
ভোট। মোট ২৯টি ভোট হয়েছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দিল্লিতে সন্ত্রাসী হক
বানচাল, আরও ৪ সন্দেহভাজনকে খুঁজছে পুলিশ

নানাদিগ্নি, ১৭ জানুয়ারি ও প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দিল্লিতে স্বস্তীসঙ্গীত হাফলার ছক বানাচনা করল দিল্লি পুলিশ। দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীতে খোজা মুস্তাফাবাদীকে পড়াও করেছে পুলিশ। আরও ৪ সন্দেহভাজনকে এইজাতীয় দিল্লি পুলিশসূত্রের খবর, ড্রপ-ডেড পদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তান নাকি অস্তু পেয়েছিল স্বস্তীসঙ্গীরা এবং সিগন্যাল আয়ের মাধ্যমেও পাকিস্তানি হাফলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।
উত্তরাখণ্ডের অজ্ঞাত জন থেকে তারা অস্তু পেয়েছিল, যা যাচাই করা হচ্ছে। ৪ সন্দেহভাজনের খোজ শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ।

দিল্লি-সহ উত্তর ভারত শৈত্যপ্রবাহে
কাবু, কৃষাশার দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত

নয়াদিপ্লি, ১৭ জানুয়ারিঃজাতীয় বাধাধীন দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারতে বর্তে শীত প্রবাহ অব্যাহত আগামী ৪৮ ঘণ্টা পরিস্থিতি একেধেরক থাকবে বলে জানা তানো হয়েছে। মলবাবার ও ছা। কার্পানো ঠান্ডার কৈপেছে দিল্লি-সহ সংলগ্ন এলাকা। দিল্লির পাশাপাশি পঞ্জাব, হরিয়ানা, চত্তীগড়, উত্তর রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের উত্তরাংশে একেধেরক ঠান্ডা ছিল। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে এদিনও ছিল শীত শেতপ্রবাহ। শীতের দাপট জবুখুব অবস্থা ছিল সর্বত্র। সকাল ৫:৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির জবুখুব-এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পালমে ৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইমডি) জানিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টা শেতপ্রবাহ পরিস্থিতি বজায় থাকবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত জুড়ে। এই সময়ের মধ্যে আবহা বা ভারতে কোথাও কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও ২ ডিগ্রি কমতে পারে। তবে ১৯ জানুয়ারির পর থেকে শীত কিছুটা কমতে পারে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে তাপমাত্রা ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে পারে। শীতের পাশাপাশি ঘন কুয়াশার দাপট এদিনও বিপর্যস্ত হয়েছে। ষ্ঠাত্বাবিক জনজীবন। দেহিতে বড় ভেঙেছে গোটো উত্তর ভারতবর্ষের চল পরিস্থাে বিদ্যুত হয়েছে, সকলস্থে অসুবিধা পাতে হয়েছে।

জানাবহুনে রাণে পালমে। উত্তর রেলেগুওে রিজিওনে এদিন ১৫টি ট্রেন দেরিতে চালায় কয়েকে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে-পূর্বা-নতুন দিল্লি পুরোয়াণে এক্সপ্রেস, গয়া-নতুন দিল্লি মহাবোথি এক্সপ্রেস, হাওড়-নতুন দিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেস প্রভৃতি।

কৃষকদের স্বল্প সুদে ঋণ সহায়তাদানের জন্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল ডব্লিউডিআরএ

নব্বাশিল্লি, ১৭জনায়ুগেরকৃষকদের অশেষক্ষতকৃত স্বল্প সুখে ঋণ সহায়তা দেওয়ার জন্য স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলে ওয়ারারহাউজিং কো-অপারেটিভ গুরুত্বপূর্ণ অর্থায়ন (ডব্লিউডিআরএ) একটি মত স্বাক্ষর করে। মাধ্যমে এই চুক্তি পর্বটি সম্পাদিত হয়। আরও অত্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রসার সহ আমানতকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য যোগানের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে এই মত স্বাক্ষরের ফলে দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। প্রাথমী আমানতকারীরাও বিশেষভাবে বিশেষ আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন এবং আওতায়ামত স্বাক্ষরকরলে ফসল তোলার পরবর্তী পর্যায়ের কৃষি প্রচেষ্টাও অগ্রগতি ও আর্থিক সহায়তার গুরুত্বের বিষয়টি একটি স্বাধীনতা সোলোনার আকারে তুলে ধরা হয়। ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ঋণদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকির বিষয়টিও আলোচিত হয়। ডব্লিউডিআরএ-র পক্ষ থেকে অশেষ দেওয়া হয় যে সংশ্লিষ্ট সকল পরিসরীয়ভাবে আস্থা ও বিশ্লেষণ মনোভাব জাগিয়ে তুলতে নিম্নবর্ণিত বর্ণিত বর্ণনাতথ্যের কাজে লাগানো হবে।

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଞ୍ଜିକା

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারিঃ গুণবৎ
৬ মাস মায়া ১৪২৯ বদ
ইংরেজীঃ ১৮ জানুয়ারিঃ ২০
৬০৬ চেন্দ্রাবদ, কালিঃ ১৮
সৌরঃ ৬ মাঘমা, চান্দ্র ৭ মঘ
মায়া, ১৪৪৪ শকাব্দ ২০
বিক্রম সাংঘ, ২৫৬৫ বৃষা
বালাদেশ ২২ মাঘ মায়া ১৮
ভারতীয় সিঁড়িঃ ৬ মাঘ
১৪৪৪, মেতেঃ ৮ শজিব, ২০
২৬ চাঁচ, চমুগিঃ-ইন-১৮
হিজরী শ্রীশী অন্নপূর্ণা
গতস্থান (সপ্তমী) সূর্য উ
সকাল ০৫২২ঃ৫৫ এবং
বিকাল ০৫৫০ঃ০০ চন্দ্র উ
সকাল ১০ঃ১২ঃ২২ (৮) এবং ৮
রাত্রি ১১ঃ৪৬ঃ৫০ (৮) শ্রু
তিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ
২৫ঃ০৫, ২৬ঃ৭ঃ৫৪ এবং
নক্ষত্রঃআর্য্য রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ
দং ৪৫ঃ৮ঃ৪৭ পর্যন্ত
পূর্বনুবরণঃবাণিজ্য রাত্রিঃ
২৬ঃ৩১ দং ৩৭ঃ৫৮ঃ৫৫ পর্যন্ত
বিষ্টিযোগঃঅন্তিগু অমৃতহ
দিন ০৫ঃ২৪ঃ৫১ থেকে -
০৫ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ
০২ থেকে - ১০ঃ২৬ঃ৩০ প
তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থো
১২ঃ২২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর
১২ঃ২২ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ
পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ
থেকে - ০৮ঃ৬ঃ৪৫ পর্য
তারপর ০৮ঃ০৬ঃ০২ থ
০৮ঃ০৪ঃ২২ পর্যন্ত মহে
রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ৪০ থেকে -
১২ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ
কূল থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১
কূলিক বোলাদিঃ ০৭ঃ৫৪ঃ
থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ২২ প
কূলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫
- ০৮ঃ১০ঃ৫০ পর্যন্ত। বার
০৮ঃ২৭ঃ১২ঃ৫১ থেকে
০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবোলা
১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ
১৮ থেকে - ১০ঃ১৮ঃ০৮ঃ
১১ পর্যন্ত - ১০ঃ১৮ঃ০৮ঃ
গ্রহচ্যুত (সূর্য উদয় কালীনাঃ)
১১ঃ৪৬ঃ৬১ (২) ১ পদ
২২ঃ৫০ঃ৫০ (৭) ১ পদ
৯২ঃ৫৫ঃ২৫ (২৩) ২ পদ
১০২ঃ৪২ঃ২৩ (২৫) ২ পদ
১০৮ঃ১৮ঃ (২৪) ১ পদ
৯২ঃ৫৪ঃ৩০ (২৩) ১ পদ
১০২ঃ৫৬ঃ (৩) ১ পদ
৭২ঃ৭ঃ (৩) ১ পদ
পদ। বারবেলাঃ দিনঃ ০৮ঃ৫১ঃ
থেকে - ১০ঃ০৪ঃ২৫ পর্যন্ত

আবহাওয়া

থংশত, মেঘলা আকাশ। পরে পরি-
 থাকবে। তাপমাত্রা হবে
 ২৩.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং
 সর্বনিম্ন ১৬.০১ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড
 (১) দিনের বেলায়। আর্দ্রতা ৮৮
 হবে ৮৮শতকরা এবং ৫০শতকরা
 হয়নি সোমবার। জোয়ার-সকাল ১
 ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মি
 ন্ট। ভাঙ্গ-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত
 ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজ
 ২০মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজ
 -১৬মিনিটে মধ্যাহ্নে আবহাওয়া পরি-

कविप्रज्ञा

মেঘে রাশিঃ অপনার বিরাট তপস্বী
এবং সহজ কাজের সময়
আপনাকে আজ আরাম ক
যেষ্ঠঃ সময় দেবে
বৃষ রাশিঃ অপনার স্বাস্থ্য ভ
বৃষ বৈশ্বাঃ জিনিসের উ
কাজ করার পক্ষে এ
কাল্যকর দিন। বাড়িতে শ
মিথুনঃ রাশিঃ অপনার শিশুস
স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আ
একই কৌতুকপূর্ণ মেজাজের
গាក់ বহন। আপনাকে যে
দীর্ঘকাল থেকে সম্বন্ধ রেখে
তা আজ কাজে লাগতে পা
করুকঃ রাশিঃ আজ স্বাস্থ্য
দৃষ্টিঃ যারা বিবাহিত তা
আজকের বাতাসে লেখাপ
জন্ম প্রদেয় অর্থ ব্যয় করতে
নাগে বিবাহের যোগ হতে
সিংহঃ জটিল পরিস্থিতি
ঘাবড়ে যাবেন না। আর্থিক সম
কন্যাঃ অপনার স্ত্রীর স্ব
চাপ এবং উদ্বেগের কারণে
পাণিঃ বিশেষ যাত্রা সূচন
তুলাঃ রাশিঃ অপনার স্ত্রীর স
একাত্তর, আপনি আর্থিক বি
নিষে আলোচনা করতে পারে
বৃষিঃ রাশিঃ অপনার দরদর থাক
জমিজমাঃ বিনিয়োগ কর
লাভাভায়ক হবে। অর্থ ব্যয় হ
শুক্রঃ অপনার আশা এ
সন্দেহ হোমান শুল্ক এবং উ
ফুলের মত প্রফুটিত হবে।
মকরঃ রাশিঃ বিবাহের যোগ
আজকের সংকট কেটে যাবে
কুম্ভঃ রাশিঃ অপনার স্বাস্থ্য
খাতিরে চিকার করবেন
আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আনে
পুর্বে দীর্ঘযাত্রী বন্ধক হতে
মীনঃ রাশিঃ আস্থের যত প্রয়ো
যারা অচেনা বাড়ির পরা
তারে অর্থ বিনিয়োগ করেছি
তাতে আজ খুব সুযোগ পা
শিশুর অসুস্থতা অপনাকে
রাখবে। সৌন্দর্য্যের
পাশাপাশি বাচ্চাদের প্রয়োজ
খোলাকল। ধর্মবাহিত্য বার

হাওড়ার জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ ইন্টারভিউ বঞ্চিত আপার প্রাইমারি চাকুরি প্রার্থীদের



শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৭ জানুয়ারি : চাকরিতে নিয়োগের দাবিতে এবার বিক্ষোভ হাওড়ায়। জেলাশাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ স্লোগান চাকুরি প্রার্থীদের। গেজেট মেনে সমস্ত সিট আপডেট করে টেট পাস ট্রেন্ডের চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে। এই দাবিতে মঙ্গলবার হাওড়ার জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান ইন্টারভিউ বঞ্চিত আপার প্রাইমারি চাকুরি প্রার্থীরা। তাদের অভিযোগ, ৯ বছর পার হয়ে গেছে অথচ তাদের নিয়োগ নিয়ে টালবাহানা করা হচ্ছে। এর আগে আপার প্রাইমারিতে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা আদালতের নির্দেশে বাতিল করে দেওয়া হয়। আদালত

বঙ্গে সুকান্তর নেতৃত্বেই লোকসভা নির্বাচন, ২৪ অবধি সভাপতি নির্বাচন নয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : চার বছর আগে অর্থাৎ ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গ শিবিরের নেতৃত্বে ছিলেন দিলীপ ঘোষ । মোট ১৮ টি লোকসভা কেন্দ্রে এসেছিল বিজেপির দখলে। এর মাঝে নেতৃত্বে বদল এসেছে। দলে এসেছে নতুন মুখও। বঙ্গ বিজেপির অন্দরের দ্বন্দ্বের কথাও প্রকাশ্যে এসেছে বিভিন্ন সময়। রাজ্য সভাপতি হিসেবে সুকান্ত মজুমদারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। তবে দিল্লিতে বিজেপির কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠকের পর স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আপাতত রাজ্য সভাপতি পদে থাকছেন সুকান্তই। সব ঠিক থাকলে, তাঁর নেতৃত্বেই লোকসভা নির্বাচন লড়বে বঙ্গের গুরুষ্মা শিবির। ২০২৪ পর্যন্ত বিজেপিতে আর কোনও রাজ্য সভাপতি নির্বাচন হবে না বলে মঙ্গলবার দলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুকান্তর পদে থাকা এক প্রকার নিশ্চিত। এদিনই সর্বসম্মতিক্রমে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে জে পি নাড্ডার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

ক্যানিংয়ে লাগাতার চুরির ঘটনায় ধৃত মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৭ জানুয়ারি : ক্যানিংয়ে লাগাতার চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত মূল পাভাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার ক্যানিংয়ের মিঠাখালি গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ কাসেম নামে ওই অভিযুক্তকে। ধৃতের কাছ থেকে প্রচুর সোনা ও রুপোর গহনা ছাড়াও উদ্ধার হয়েছে নগদ ২৫ হাজার টাকা ও রুপোর একাধিক কয়েন। ধৃতের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সভাপতি থাকবেন তিনিই। ২০১৯ আগেও ঠিক একইভাবে সর্বভারতীয় সভাপতি পদে মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল অমিত শাহের। আর রাজ্যে দিলীপ ঘোষ সভাপতি পদে থেকে গিয়েছিলেন। ২০২১ সালে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার। আর দিলীপ ঘোষ হয়ে যান দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি। সুকান্ত মজুমদারের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক সময় দলের অন্দরেও প্রশ্ন উঠেছে। তবে আপাতত সুকান্তর ওপরেই যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভরসা রাখছে, তা স্পষ্ট। শুধুমাত্র লোকসভা নির্বাচন নয়, তার আগে বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনও বিজেপি লড়বে সুকান্তের নেতৃত্বে। বিতর্ক থাকলেও সুকান্ত বরাবরই দলের ঐক্যের কথা বলে এসেছেন। একসময় বিধানসভায় এক বৈঠকে তিনি বৃষ্টিয়ে দিয়েছিলেন, দলের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি আর বিধানসভায় দায়িত্ব নেবেন শুভেন্দু অধিকারী, আর সবার ওপরে থাকবেন দিলীপ ঘোষ।

ক্যানিংয়ে লাগাতার চুরির ঘটনায় ধৃত মূল অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৭ জানুয়ারি : ক্যানিংয়ে লাগাতার চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত মূল পাভাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার ক্যানিংয়ের মিঠাখালি গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ কাসেম নামে ওই অভিযুক্তকে। ধৃতের কাছ থেকে প্রচুর সোনা ও রুপোর গহনা ছাড়াও উদ্ধার হয়েছে নগদ ২৫ হাজার টাকা ও রুপোর একাধিক কয়েন। ধৃতের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কম খরচে অত্যাধুনিক চিকিৎসা এবার উলুবেড়িয়ায়



দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৭ জানুয়ারি : আমাদের প্রাণের শহর কলকাতা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চেনাই, মুহুই বা শিল্লির সমমনের হলেও রাজ্যের জনসংখ্যার নিরিখে এখানে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ অপ্রতুল। আবার কলকাতা ছাড়া দুর্গাপুর, বা শিলিগুড়ির বাইরে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, সুপার স্পেসালিস্ট ডাক্তারবাবু সম্বিহিত হাসপাতালের বুবই অভাব। তাই মানুষকে প্রয়োজনে দূর দূরান্ত থেকেও কলকাতায় নিয়ে আসতে হয়, এর ফলে অনেক সময়ে বিপদও ঘটে যায়। একই অবস্থা কলকাতার অতি কাছের শহর উলুবেড়িয়াতেও। এখানে তথাকথিত নার্সিংহোম ও হাসপাতাল অনেক থাকলেও কোন মানুষের সেলেক্ট ট্রিটমেন্টের সাহায্যে প্রাণ বাঁচাতে কলকাতা নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এই পরিস্থেক্তিতে উলুবেড়িয়ার মানুষকে অত্যাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ দিতে এলাকার সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত কয়েকজন চিকিৎসক এখানে একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। সান লাইফকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড পরিচালিত আজকের ‘সান মাল্টিস্পেসালিটি

হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার’ সেই স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন। সম্প্রতি শুধু উলুবেড়িয়া নয় আশপাশের সকল গ্রাম শহরের মানুষ জনের প্রয়োজনে এই হাসপাতালের যাত্রা শুরু হল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক্তন ফুটবলার ও উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক শ্রী বিদেশ রঞ্জন বসু। উলুবেড়িয়ার উডিয়া ট্রাংক রোডের যেখানে ‘সান মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের অবস্থান, সেটিকে হাসপাতাল পাড়া বললে অত্যা্জিত করা হয় না। কিন্তু শুরুতে ১২০ শয্যার এই হাসপাতাল শহরের অন্য সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রের থেকে সবদিক থেকেই অনন্য। উলুবেড়িয়াতে সর্ব প্রথম এই হাসপাতালই নিয়ে এল ল্যামিনার ফ্লোর যুক্ত তিনটি অত্যাধুনিক মডিউলার অপারেশন থিয়েটার। পেসমেকার বসান বা হার্ট প্রতিস্থাপনের মতো আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থার সঙ্গে থাকছে অত্যাধুনিক সেরাররুম ও সুলভ ডায়লিসিস ইউনিটও। মঞ্চে উপস্থিত বক্তারা নতুন এই উদ্যোগকে শুভেচ্ছা জানান ও হাসপাতালের সাফল্য কামনা করেন। হাসপাতালের অন্যতম কর্ণধার ডা. সূদীপ্ত ঘোষ জানান প্রথমে পঁচিশটি ICU ও HDU শয্যা নিয়ে এবং সংকটাপন্ন নবজাতকদের চিকিৎসার জন্য NICU নিয়ে ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট চালু হলেও ভবিষ্যতে ICU - র শয্যাসংখ্যা পঞ্চাশটি পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে। হাসপাতালের আউটডোর ও ইনডোরে যেমন সবসময়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা থাকবেন তেমনই এখানকার ডায়াগনস্টিক সেন্টারেও থাকবে সব ধরনের রক্ত পরীক্ষা ছাড়াও আলট্রাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, ইকো কার্ডিওলজি, এন্ডোস্কোপি, কোলনোস্কোপি, ইআরসিপি, ইইজির মতো অত্যাধুনিক পরীক্ষার সুযোগও।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শুন্য সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মঙ্গলবার ভারতের এই অঙ্গীকারের কথা জানানলেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগ্চী। তিনি বলেছেন, ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং

অরিন্দম বাগচী বলেছেন, আব্দুল রেহমান মল্লিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তালিকাভুক্ত করার বিষয়ে রষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের আইএসআইএল এবং আল কায়দা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। মাক্দি সংগঠনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে-ই- তৈবাতে বিভিন্ন নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে।

মোবাইল পুনরুদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : ১৬.০১.২০২৩ তারিখে প্রায় ২১.১৫ ঘটিকায়, গিরিশ পার্ক স্টেশনের একজন অনভিউটি আরপিএফ কর্মী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার মারফত যোগা করা ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে, প্রায় ২১.৫৪ ঘটায়, একজন যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসেন এবং ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাইবায়ই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি তার হারিয়ে যাওয়া ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

আরও ৮ লক্ষ মহিলাকে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : রাজ্যের আরও প্রায় ৮ লক্ষ মহিলাকে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দূয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে আবেদন জানানো রাজ্যের আরও ৭ লক্ষ ৮২ হাজার ২০২জন মহিলাকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মোট উপভোক্তার সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬২ জন। নতুন উপভোক্তার সংখ্যার নিরিখে সবার আগে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। সেখানকার প্রায় ১ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্পের আওতায় আসতে চলেছেন। জেলার ৯২,৫০১জন মহিলা নতুন করে এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

তিলোত্তমায় পারদ-পতন, তাপমাত্রা কমলেও জমাটি শীতের আমেজ উখাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : মহানগরীতে আবারও নামল তাপমাত্রার পারদ। খুব বেশি না কমলেও, পারদের পতনে ফিরেছে মৃদু ঠাণ্ডা। তবে, জমজমাট ভান্ডার প্রত্যাবর্তন এখনও হয়নি। কলকাতার তুলনায় শীত একটু বেশি দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি দক্ষিণবঙ্গের এই সমস্ত জেলায়। আবার পুকুলিয়া, বাঁকুড়া এই সমস্ত জেলাগুলিতে শীতের দাপট অনেকটাই বেশি। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর (অবহ)ওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে কলকাতায়। ফলে শীতও বাড়তে পারে। দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় শীত বেশি উত্তরবঙ্গেও, সেখানে কুয়াশার দাপটও বেশি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই মুহূর্তে ঠানানমা করছে তাপমাত্রার পারদ।

খানা এলাকায় এটিএমে হানা দুষ্কৃতিদের, সিসি ক্যামেরা ভাঙার চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জানুয়ারি : গভীর রাতে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের দুইটি খানা এলাকায় এটিএমে হানা দুষ্কৃতিদের। সিসি ক্যামেরাও ভাঙার চেষ্টা। হাওড়া সিটি পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত দুটি খানা এলাকায় সোমবার গভীর রাতে এটিএম কাউন্টারে হানা দেন দুষ্কৃতিরা। দুষ্কৃতিরা রাতের দিকে এটিএমে ঢুকে সিসি ক্যামেরা ভাঙারও চেষ্টা করে। তার ছিড়ে দেয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় মানুষের দাবি এটিএম লুটেরই উদ্দেশ্য ছিল দুষ্কৃতিদের। এরমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে জগাছা থানার উনসানি এলাকায়। এবং অন্য ঘটনা ঘটে ডোমজুড় থানার অন্তর্গত উনসানি এলাকায়। সোমবার গভীর রাতে ওই এলাকায় দুটি র‌‌‌ষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্সের এটিএমে অপারেশন চালায় দুষ্কৃতিরা। খুব সম্ভবত এমেরে টাগেট ছিল এটিএম লুটের। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পুলিশের অনুমান এটা কোনও পেশাদার দুষ্কৃতিদের কাজ নয়। তবে দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। এটিএম এর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাতের দিকে আরও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে।

তীর্থ করতে এসে তারকেশ্বরে মন্দিরে পূজো দিয়ে আকস্মিক মৃত্যু পুণ্যার্থীর

বনপূর্তি দে, হুগলি, ১৭ জানুয়ারি : ঝাড়খন্ড থেকে তীর্থ করতে এসে তারকেশ্বরে মন্দিরে পূজো দেওয়ার পরে আকস্মিক মৃত্যু মলিা পুণ্যার্থীর সোমবার রাতে । জানা গেলে ১৫ দিন আগে অর্থাৎ গত ৬ জানুয়ারি ঝাড়খন্ড থেকে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে একটি বাস মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসঙ্গমে আসে। মোট ৫০ জন তীর্থযাত্রী বাসে করে আসেন মকর সংক্রান্তিতে এসে পূজা দিলেন কপিলমন্দির মন্দিরে সোমবার সেই তীর্থযাত্রদের নিয়ে বাসটি তারকেশ্বরে আসে সোমবার সেখানে তারা দুধ পুকুরে স্নান করে তারকেশ্বর মন্দিরে বারার পূজো দেন পূজো দেওয়ার পরে একই মহিলা তীর্থযাত্রী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন জানানলেন সেই বাসের এক যাত্রী। তারপর তারকে তারা সেবা করেন এরপরও ওই তীর্থযাত্রী মহিলা বেহঁশ হয়ে যান। এরপর তারকেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । মৃতের নাম গীতা দেবী (৭০)। খবর পেয়ে পুলিশ আসে ও তদন্ত শুরু করেছে । মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। মৃত মহিলার বাড়ি ঝাড়খন্ডের হাজারীবাগ জেলার এক খড়ি থানা এলাকায় । সহযাত্রী বিময় সিং জানানলেন তারা দিন পনেরো আগে হাজারীবাগ থেকে বেশ কিছু তীর্থস্থান ঘুরে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগর আসেন। সেখানে পূজো দিয়ে সোমবার তারকেশ্বর আসেন। সেখানে সবাই মন্দিরে পূজো দেন পুকুরে স্নান করে তারপরে ঠান্ডাও পড়েছে হঠাৎ গীতা দেবী নামের মহিলা অসুস্থ বোধ করে ও বেহঁশ হয়ে যায় । তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করে ।

নৈটিতে ধান ক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ জানুয়ারি : মঙ্গলবার হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত অলিপুর কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নৈটিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিজ বিপণন

দপ্তরের অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গ এগ্রিঃ মার্কেটিং করপোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে এবং কৃষক প্রোডাকশন গ্রুপের মাধ্যমে সরকারি নির্ধারিত সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হল। উদ্বোধন

করলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মামা। উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মামা, অলিপুর কাশীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান কর্মাধ্যক্ষ সহ সরকারি আধিকারিকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মামা বলেন, রাজ্যের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ধান সরকারি নির্ধারিত মূল্যে যাতে সহজে বিক্রি করতে পারেন তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই ফারমার্স প্রোডাকশন গ্রুপ তৈরি হয়েছে এই গ্রুপের মাধ্যমে এবং কৃষি বিপণন ও খাদ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই ধান ক্রয় কেন্দ্রের এদিন মঙ্গলবার শুভ উদ্বোধন হলো। এখানে চাষীরা সরকারি নির্ধারিত মূল্যে তাদের ধান বিক্রি করার সুযোগ পাবেন। কেন্দ্রটি চাষীদের হাতের কাছে হওয়ার ফলে একদিকে যেমন চাষীরা সহজে এখানে ধান বিক্রি করতে পারবেন তাদের সময়ও যেমন বাঁচবে তেমনি তাদের আর্থিক সাশ্রয় হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২০ জন চাষী তাদের ধান বিক্রি করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।



উত্তর পূর্ব রেলওয়ে মহাব্যবস্থাপক শ্রী চন্দ্র বীর রমন-র সঙ্গে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চমৎকার অবদানকারী রেলওয়েরকর্মীগণ।

হাই কোর্ট চত্বরে মিটিং-মিছিল, প্রতিবাদে নিষেধাজ্ঞা তিন বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : কলকাতা হাই কোর্ট চত্বরে কোনও সভা-সমাবেশ চলবে না। প্রতিবাদ, পোস্টার বা প্ল্যাকার্ডও লাগানো যাবে না। হাই কোর্টের তিন বিচারপতির বৃহত্তর বৈধ এই নির্দেশ দিয়েছে। এই সঙ্গে বৈধ বিচারপতি মান্ধার বিরুদ্ধে অমানাকার পোস্টারের তদন্তের নির্দেশও দিয়েছে। সম্প্রতি হাই কোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্ধার বিরুদ্ধে যে ভাবে হাই কোর্টে আইনজীবীদের বিক্ষোভ, বয়কট হয় এবং পোস্টার সটিা হয় তার সমালোচনা করেছিলেন আইনজগতের বহু বিশিষ্ট। মঙ্গলবার সেই সংক্রান্ত একটি

মামলার শুনানি ছিল হাই কোর্টের তিন বিচারপতির বৃহত্তর বৈধে। তিন বিচারপতিই হাই কোর্ট চত্বরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখানো নিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। হাই কোর্টের বিচারপতি টিএস শিবরঞ্জনম, বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাশের বৃহত্তর বৈধে মঙ্গলবার মামলাটি ওঠে। বৈধ বলে, “খবর কাগজে পড়লাম যে কোর্ট চত্বরে প্রতিবাদ করা হয়েছে। তিন জন আইনজীবীকে দেখেছি প্ল্যাকার্ড নিয়ে। এটা ঠিক নয়। সবার আগে এটাই আপাতত মাথায় রাখা দরকার।” উল্লেখ্য গত সোমবার থেকেই হাই কোর্টের

পরীক্ষা না নিয়েই ‘ফুল মার্কস’? মানিক ভট্টাচার্য জমানার নয়৷ ‘কীর্তি’ ফাঁস!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : মানিক ভট্টাচার্য জমানার আরও এক কীর্তি! অ্যাপটিটিউভ পরীক্ষা না নিয়েই ‘ফুল মার্কস’! ৬ পরীক্ষার্থীর বয়ান নিয়ে বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় পর্ববেক্ষণ, ‘২০১৬ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও অ্যাপটিটিউভ টেস্ট হয়। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতির হলফনামা আকারে কৈফিয়ত তলব হাইকোর্টের। ৭ দিনের হলফনামা তলব বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। অ্যাপটিটিউভ টেস্ট না হলে নম্বর বন্টন কী ভাবে? হলফনামায় জানতে চাইল আদালত। আবারও অস্বীকৃতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রাথমিকে অ্যাপটিটিউভ টেস্ট ছাড়াই ২০১৬ সালে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে! কলকাতা হাই কোর্টে কাঠগড়ায় উঠে সাক্ষী দিয়ে জানালেন ৬ জন চাকরিপ্রার্থী। এ বিষয়ে ৭ দিনের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির হলফনামা চাইলেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশ, ২৪ জানুয়ারির মধ্যে পর্ষদ সভাপতিকে জানাতে হবে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অ্যাপটিটিউভ টেস্টের নাস্তার দেওয়া হয়েছে। তিনি হলফনামা দিয়ে জানাবেন এ বছর কী পদ্ধতিতে অ্যাপটিটিউভ টেস্ট দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগে ইন্টারভিউর

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জানুয়ারি : অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিক্ষোভ হাওড়া পুরসভায়। নিজেদের ঘরে ঢুকে কাজ করতে পারলেন না পুরসভার দুই আধিকারিক। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিক্ষোভের জেরে মঙ্গলবার নিজেদের ঘরে ঢুকে কাজ করতে পারলেন না হাওড়া পুরসভার দুই আধিকারিক। মঙ্গলবার সকাল থেকে পুরনিগমেদর অ্যান্ডেন্স বিল্ডিংয়ের তিনতলায় কন্স্ট্রোলার অফ ফিন্যান্স ও চিফ অডিটরের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান অবসরপ্রাপ্ত প্রায় একশো জন কর্মচারী। এই পরিস্থিতিতে এদিন নিজেদের দফতরে ঢুকতে না পেয়ে কাজ না করেই বেরিয়ে যান কন্স্ট্রলার অফ ফিন্যান্স ও চিফ অডিটর। মূলত অবসরের পরও পাওনা টাকা না পাওয়ার দাবিতে হাওড়া পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরেই পুরসভা চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। সেইমতো এদিনও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা।

আত্মঘাতী যুবক, আটক প্রেমিকা ও তাঁর মা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জানুয়ারি : এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে হাওড়ার ডোমজুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। মৃত যুবকের নাম রাজীব সানি (৬১)। তিনি ডোমজুড়ের যষ্ঠীতলার বাসিন্দা। প্রণয়ঘটিত সম্পর্কে অশান্তির জেরে রাজীব আত্মঘাতী হয়েছেন বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে রাজীব সানির বৃদ্ধত দেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। রাজীবের আত্মঘাতী হওয়ার পিছনে প্রেমিকার একাধিক সম্পর্ককেই দায়ী করেছে তাঁর পরিবার। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রেমিকা ও তাঁর মাকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বছরখানেক ওই এলাকারই এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন রাজীব সানি। ওই মহিলা বিবাহিত তা জানা সত্ত্বেও দু’জনের মধ্যে সম্পর্ক বেশ গভীর হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ক্রমে বাড়তে থাকে ঘনিষ্ঠতা। ওই মহিলার বাড়িতে যাতায়াত থেকে শুরু করে ঘুরতে যাওয়া, সময় কাটানো সবই চলত রাজীবের। এমনটাই জানিয়েছে মৃতের পরিবার। পরিবারের আরও অভিযোগ, রাজীব ছাড়াও আরও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ওই মহিলার। এই সমা রাজীব জানার পর দু’জনের মধ্যে ঝামেলা হয়। এই অশান্তির জেরেই রাজীব আত্মহত্যা করেন বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

অংশ হিসাবে অ্যাপটিটিউভ টেস্ট করা হয়। তবে এর জন্য আলাদা নম্বর রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এটি করা বাধ্যতামূলক। মূলত চক পেনসিল, ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহারের মাধ্যমে অ্যাপটিটিউভ টেস্ট করা হয়। কিন্তু অভিযোগ এই অংশটিকে বাদ দিয়েই শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এই নিয়ে প্রিয়ঙ্কা নন্দর-সহ কয়েক জন চাকরিপ্রার্থীকে কাঠগড়ায় তুলে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, বেশির ভাগ জেলায় অ্যাপটিটিউভ টেস্ট করাই হয়নি। অনেক জায়গায় শ্রেণিকক্ষে পরিবর্তে বারান্দায় ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। একজন পরীক্ষার্থী বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরে জানান, সব নিয়ে ৪টে প্রশ্ন করা হয়। ঘরে দুজন ছিলেন ইন্টারভিউ নেওয়ার সময়। কোনও ব্ল্যাকবোর্ড ছিল না। মামলাকারীদের আইনজীবী তরুণকোজাতি তিওয়ারি জানান, অধিকাংশ জেলায় অ্যাপটিটিউভ ছাড়াই নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়েছে। অ্যাপটিটিউভ ছাড়া নম্বর কী ভাবে পেলেন। এক্ষেত্রেই দূনীতি, বেছে বেছে অ্যাপটিটিউভ টেস্টের নাস্তার দেওয়া হয়েছে। আর মামলাকারীদের অনেককে ২ বা ৩ নম্বর দেওয়া হয়েছে। অথচ চাকরি প্রাপকদের সেই নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তোলা চেয়ে তৃণমূল নেতার ফোন-হুমকি শালিমার পেন্টসে, অভিযোগ অস্বীকার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৭ জানুয়ারি : তোলাবাজির অভিযোগে আবারও বিক্ষ তৃণমূল কেন্দ্রে। এবার নাজিরঞ্জের শালিমার পেন্টস কারখানা থেকে মোটা টাকা চাওয়ার অভিযোগ। কাঠগড়ায় স্থানীয় এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা সাজ্জাদ আলি শেখ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বিরোধীরা সবসময় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাটমনি নেওয়া ও তোলাবাজির অভিযোগ করে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই বিষয়ে দলের নেতাদের সতর্ক করেছেন। তারপরও শালিমারের রঙের কারখানা থেকে তোলা চাওয়ার অভিযোগ উঠল দলের নেতার বিরুদ্ধেই। ঘটনার সূত্রপাত ১৫ জানুয়ারি। অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সাজ্জাদ আলি শেখ কারখানার সিকিউরিটি অফিসারকে ফোন করে মোটা টাকা তোলা চান। টাকা না দিলে সম্পত্তি নষ্ট ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফোনের পরদান সাজ্জাদ আলি শেখের দলবল সশস্ত্র অবস্থায় কারখানার ভিতরে ঢুকে নিরাপত্তাকর্মীদের হুমকি দিচ্ছে। শালিমার পেন্টস কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের বক্তব্য প্রাপ্ত পেয়ে। কারখানার মালপত্র রাতের অন্ধকারে বিক্রি করে দিচ্ছে। তিন জানান, কর্মচারীদের হয়ে কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরেই তিনি বলেন, ‘টাকা পাওয়া কিংবা হুমকি দিচ্ছে প্রমাণ দিক কারখানা কর্তৃপক্ষ’। দলের নেতার বিরুদ্ধে তোলা চেয়ে ফোনের অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যের সবার্য মন্ত্রী অরুণ রায় বলেন, এই ধরনের কোনও কার্যকলাপ রয়্যাত করে না। দল এর বিরুদ্ধে। তোলাবাজি বা গুস্তানি করলে পুলিশ যথাস্থি ব্যবস্থা নেবে। দল এর মধ্যে ঢুকবে না। এতে দলের বদনাম হচ্ছে না কি? অরুণ বলেন, ‘পাড়ার তোলাবাজের জন্য দলের বদনাম হয় না।’

সিবিআই বিড়ম্বনায় পড়ল লালন মামলায়, ত্রির ধমক হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : গত ১২ ডিসেম্বর বগুট্টে কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত লালন শেখের মৃত্যু হয়েছে সিবিআই হেফাজতে। সেই মামলায় মঙ্গলবারের শুনানিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে সাক্ষ্য দাতা ধমক দিল হাইকোর্ট । সিবিআই একটি প্রশ্ন উত্থাপন করায় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এদিন মন্তব্য করেন, ‘বেশি বাড়াবাড়ি করলে মামলা খারিজ করে দেব।’ এদিন কেন্দ্রীয় এজেন্সি আদালতে প্রশ্ন তোলে, লালন শেখের স্ত্রী যে অভিযোগ দায়ের করেছেন সেই বানান কে লিখে দিয়েছে? কেন্দ্রীয় এজেন্সির বক্তব্য, রাত দুটোয় অভিযোগ লেখা হয়েছে। রাত একটার সময়েও হাসপাতালে ব্যস্ত ছিলেন তাঁর স্ত্রী। এই এক ঘটনা সময়েই ব্যবধান কী ঘটেছে তাতে রহস্যের জাল খুলে যেতে পারে বলে সওয়াল করে সিবিআই। পাল্টা সরকারি আইনজীবী শম্ভুত গোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, কেস ডায়েরিতে সব লেখা রয়েছে। আলাদা করে আবার জানান প্রয়োজন কী আছে? বিচারপতি বিবেক গুপ্তর এজলাসে সিবিআইয়ের একটি মামলা খারিজ হয়ে গেছে এদিন। আর একটি মামলার আইনদ্বার চেয়ে কিয়েছি।

ভোট বয়কটের ডাক দেগঙ্গায়

দুরন্ত বার্তা, দেগঙ্গা, ১৭ জানুয়ারি : পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, গ্রামবাংলার মানুষের ক্ষোভ তত বাড়ছে। দ্বিদের রক্ষাবজ কর্মসূচিতে দ্বিদির মানুষেরা এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষেরে ক্ষোভের মুখে পড়িয়েছে। এবার একাধিক অভিযোগে দেগঙ্গার কলসূর গ্রামে বাসিদাদের একাংশ ভোট বয়কটের ডাক দিল। মঙ্গলবার গ্রামের লোকজন পোস্টার, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এরই মধ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধেই একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন। দেগঙ্গার কলসূর পঞ্চায়েতের উত্তর কলসূর রিকিউজি পাড়ায় ঢোকার প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যার জেরে নিত্যদিন সমস্যায় পড়তে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাদের অভিযোগ, ভোট আসে ভোট যায়। নেতা-মন্ত্রীরা শুধুই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, কেউই কথা রাখেন না। গ্রামের বাসিন্দা জানান, চরম দুর্দশায় দিন কাটছে তাদের। এলাকার পানীয় জলের নেই। বহু দূর থেকে জল আনতে হয়, নতুবা কিনে খেতে হয়। গ্রামে যাতায়াতের জন্য একটি পাকা সেতু নির্মাণ হয়েছিল অনেক আগে। দীর্ঘদিন ধরে তা বেহাল অবস্থায় পড়ে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেহাল সেতু দিয়েই যাতায়েত করতে হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৪৯ সংখ্যা, বুধবার, ৩ মাঘ, ১৪২৯

জনসংখ্যা বাড়লে বেকায়দায় পড়বে ভারত

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ হিসাবে নাম উঠে আসে চিনের। তারপরই নাম মুখে আসে ভারতবর্ষের। এশিয়ার দুই দেশের প্রতিটিতে জনসংখ্যা ১৪০ কোটির বেশি। জনসংখ্যার হিসাব অনুযায়ী চীন হয়তো আর বেশি দিন তালিকার শীর্ষে থাকবে না। মনে করা হচ্ছে, চলতি বছরের এপ্রিলের মাঝামাঝি জনসংখ্যার দিক দিয়ে চীনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে ভারতবর্ষ। ২০২১ সালে চীনে তুলনামূলক বেশ কম মানুষের জন্ম হয়েছিল মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ। সে বছর চীনে যত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, সংখ্যাটা তার চেয়ে সামান্য বেশি। সে দেশের নারীদের সন্তান জন্ম দেওয়ার হার কমে যাওয়ার কারণে এমনটি হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চীনের জনসংখ্যা কমতে শুরু করবে বলে মনে করা হচ্ছে।পরিসংখ্যান বলছে, ভারতেও বিগত কয়েক দশকে জন্মহার কমেছে। দেখা গেছে, ১৯৫০ সালে যেখানে একজন ভারতীয় নারী গড়ে ৫ দশমিক ৭টি সন্তান জন্ম দিতেন, বর্তমানে তাঁরা জন্ম দিচ্ছেন গড়ে দুটি সন্তান। তবে এই হার কমাতে একটা জায়গা রয়েছে দাঁড়িয়েছে বলে ধরা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতের জনসংখ্যা চীনকে ছাড়িয়ে গেলে দেশে এর প্রভাব কি পরবে? বলা হচ্ছে, শুধু চীনই নয়, এশিয়ার অনেক দেশই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভারতের চেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছে। বলা যায় কোরিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও থাইল্যান্ডের কথা। দেশগুলো ভারতের অনেক পরে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। তবে ভারতের আগে তারা নিজজন্দের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। ১৯৮৩ সালে চীনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১ দশমিক ১ শতাংশ। এর আগে ১৯৭৩ সালে এই হার ছিল ২ শতাংশ। অর্থাৎ, মাত্র ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অর্ধেক কমেছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মানবাধিকারের যুগের চাপ সৃষ্টি করে এই লক্ষ্য অর্জন করেছে চীন সরকার। দেরিতে বিয়ে, এবং এক সন্তান নিতে নাগরিকদের ওপর একপ্রকার জোরজবরদস্তি চালানো হয়েছে। অন্যদিকে গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বেশির ভাগ সময় ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলক অনেক বেশি ছিল প্রায় ২ শতাংশ। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনো বেশি বলে মনে করেন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের অন্তর্ভবদ টিম ডাইসন। তার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশটিতে মৃত্যুহার কমেছে, বেড়েছে গড় বয়স ও আয়। একই সঙ্গে শহুরে বসবাস করা মানুষ আধুনিক পয়নিষ্কাশনব্যবস্থা ও বিশুদ্ধ জল পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সামান্য কমে দিয়েছে ১৯৫২ সালে একটি পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প চালু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এরপর ১৯৭৬ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি কার্যকর করে তারা। সেই সময় ভারত যখন সব জনসংখ্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে, তখন পুরোদমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছিল। প্রায় ২০ কোটি মানুষ ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমিয়েছে। এই সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে। এর বড় একটি কারণ, গ্রামের কাজের সংকট ও নিম্ন মজুরি। ফলে মানুষ কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে চলে গিয়েছেন। শুধু চীন নয়, এশিয়ার অনেক দেশই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভারতের চেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছে। বলা যায় কোরিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও থাইল্যান্ডের কথা। দেশগুলো ভারতের অনেক পরে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। তবে ভারতের আগে তারা নিজজন্দের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। এমনকি ভারতের চেয়ে দেশগুলোর মানুষের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সে সময় ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বড় অভিযোগ উঠেছিল। টিম ডাইসনের ভাষ্যমতে, জরুরি অবস্থা জারি না করা হলে এবং রাজনীতিকের আরও ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলে ভারতে সন্তান জন্মদানের হার আরও দ্রুত কমত। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই জাতিত্ববৈধের সদস্য ভারত। তবে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হতে জোর দাবি জানিয়ে আসা হচ্ছে। বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদেশে চীনসহ পাঁচটি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ হলে ভারতের ওই দাবি আরও পোক্ত হবে। এই বিশেষজ্ঞদের একজন হল উইলমোথ। তিনি জাতিসংঘের ইকোনমিক ও সোশ্যাল ডায়ের্যোরস্ ডিপার্টমেন্টের জনসংখ্যাবিষয়ক বিভাগের পরিচালক। জন উইলমোথ বলেন, ‘আমি মনে করি, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ হওয়ার মাধ্যমে ভারতের সুনির্দিষ্ট কিছু দাবি থাকতেই পারে।’
বিশ্বে ২৫ বছরের কম বয়সী প্রতি পাঁচজনের একজন বয়স কমে আসতে। দেশে মোট জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশের বয়সই ২৫ বছরের কম। আর তিন ভাগের দুই ভাগ ভারতীয়র জন্ম গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে। ওই সময় অর্থনীতির দিক দিয়ে ভারতের বেশ অগ্রগতি হয়েছিল। এই তরুণেরা দেশের জন্য আশীরাড় বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ শ্রুতি রাজগোপালান। তিনি বলেন, এই তরুণ শ্রেণী ভারতে সবচেয়ে বড় ভোক্তা শ্রেণি তৈরি করবে। এ ছাড়া তাঁরা দেশটিতে সবচেয়ে বড় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীতেও পরিণত হবে। দেশের এই বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা দেশের জন্য বড় এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এ ছাড়া নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে হবে। কারণ, বর্তমানে জন্মহার তুলনামূলক কমে যাওয়ায় তাঁদের সন্তান জন্মান ও লালনপালনে কম সময় দিতে হচ্ছে। ফলে তাদের অন্যান্য কাজ করার সুযোগ বাড়ছে। তবে দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির (সিএমআইই) দেওয়া তথ্য বলছে, গত অক্টোবরে ভারতে মাত্র ১০ শতাংশ কর্মক্ষম নারী বিভিন্ন কাজে ছিলেন। একই সময়ে চীনে বিভিন্ন ধরনের পেশায় জড়িত ছিলেন ৬৯ শতাংশ কর্মক্ষম নারী। কেরালাভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের বিশেষজ্ঞ এস ইরুদায়া রাজনের ভাষ্যমতে, জনসংখ্যার স্থানান্তরের ফলে শহুরে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এখন শহরে এই মানুষগুলো মানসম্মত জীবনযাপন করতে পারবে কি না, সেটা বড় একটি প্রশ্ন। সেটা না হলে শহরঞ্চলে বস্তির সংখ্যা বাড়বে, দেখা দেবে রোগের প্রাদুর্ভাব। সম্ভবত, ১৯৯৭ সালে ভারতে গড় বয়স ছিল ২১ বছর। সে সময় প্রায় ৫ শতাংশ মানুষের বয়স ছিল ৬০ বছরের বেশি। বর্তমানে মানুষের গড় বয়স ২৮ বছরের বেশি। আর ৬০ বছরের বেশি মানুষের সংখ্যা ১০ শতাংশের বেশি। এখন বিশাল এক জনগোষ্ঠী তরুণ, তাঁরা এক সময় ভারতের সবচেয়ে বড় বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবেন। তাই সরকারের পরিবার কাঠামোর বিষয়ে আরও বেশি নজর দিতে হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অনুমত বাণী



সব মতই সাধনা বিজ্ঞানের জন্য, তবে তা নানান ষকারের হতে পারে আর যতটুকু বিজ্ঞানে যা হয় তাই অনুভূতি ও জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতিতে উপর। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ করা। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, পূজো করার চেয়ে মায়ের মস্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পূজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল নিয়ে পূজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো। দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রচনে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা। তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিদ্বারিণী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র।

ইতিহাস এবং গালগল্পের ফারাক রয়েছে সেটা বোঝার দরকার ‘আমাদের ইতিহাস, তাদের ইতিহাস, কাদের ইতিহাস’

রবীন্দ্রকুমার শীল

মোঘলদের সঙ্গে হিন্দুদের সম্পর্কের মধ্যে কোনও বিভেদ দেখা দেয়নি বলে বিশ্বাস করেন ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার। তিনি মন্তব্য করেছেন, মোঘলদের অর্থনীতির দেখভাল করতেন ডাভরমল। তাঁর হাতেই মোঘলদের আর্থিক নীতির দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল। হলদিঘাটে রাজপুতদের সঙ্গে মোঘলদের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে আকবরের হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা মান সিংহ। উল্টো দিকে রানা প্রতাপের সেনাবাহিনীতে আফগান যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শের শাহ সুরির বংশধর হাকিম খান সুরি। তাহলে কি আমাদের ভাবে নিতে হবে যে মোঘল এবং রাজপুতদের যুদ্ধ হিন্দু মুসলিমদের লড়াই। কিন্তু এখন এই তত্ত্ব দেওয়া হতে শুরু করে দিয়েছে বলে মনে করেন ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার। দিল্লিতে ইণ্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে সি ডি দেশমুখ স্মারক বক্তৃতা দিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল- ‘আমাদের ইতিহাস, তাদের ইতিহাস, কাদের ইতিহাস’। ইতিমধ্যে রোমিলা থাপার বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে দেশের বহুজন মোঘল করার তেওঁ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে অতীতে ভারতের মধ্যে কোনও সময়ে হিন্দু মুসলমান বিভেদ ছিল না। যদি বিভেদ থাকতো তাহলে কিন্তু রাজা মান সিংহ আকবরের সেনাপতি হয়ে হলদিঘাটের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হতো না। আসলে তখন রাজ শক্তি বৃদ্ধি করাই ছিল মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সব রাজারা এবং নাবরো প্রয়োজন হলে সবার সহযোগিতা নিয়ে চলতো। এবারে আলোচনা চক্রের ব্যাপারে দিল্লি সরকার সতর্ক ছিল। তারা আঁটসাঁটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। নেট দুনিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের রোমিলা থাপারের বক্তব্যকে বাতিল করার কথা ওঠে। কপিল মিশ্র বলেনছেন, রোমিলা থাপারের মতে ইতিহাসবিদেরা মিথ্যা ইতিহাস লেখেন। ভূয়ো তথ্য দিয়ে হিন্দুদের গণহত্যার পক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকেন। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিরোধপূর্ণ মিথ্যা প্রচার। ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের ইতিহাস ভিত্তিক বক্তব্য শোনার জন্য প্রেক্ষাগৃহ একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। কোথাও বাকর বা দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না। সবাই মন দিয়ে এই বিতর্কিত



ইতিহাস রচনায় স্বাধীনতাকে প্রধান্য দিতে হবে। কারোর মতকে বেশি করে প্রধান্য দিতে ইতিহাস সেখানে বিকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বোল আনা। বহু রাজনীতিবিদের জাতীয়তাবাদের ধুরা ধুলে নতুন করে ইতিহাস লেখার কথা বলছে। সেটা করতে গেলে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকবে না। সেটা তখন ব্যক্তিগত মতে পরিণত হবে। মনে রাখতে হবে যে ঔরঙ্গজেব ধর্মীয় নীতিকে সামনে রেখে তিনি বিশাল মোঘল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তারপরে তিনি আবার মোঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ হয়ে পড়ে দিলেন। ইতিহাসের পাতায় সেকথা লিখিত আকারে রয়েছে। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসাবে

ভারতবর্ষের ইতিহাস কিন্তু কার্যত একটি স্থানে থেমে নেই। তা ক্রমশ প্রসারিত হতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে ইতিহাসবিদদের উচিত কাজ হচ্ছে সঠিত তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে ইতিহাস রচনা করা। নাহলে কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস ভুল তথ্যে ভরপুর হতে থাকবে।

করে আর্ঘভট্ট পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তত্ত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল সেই সময়ের প্রাচীন সভ্য দেশের সহযোগিতায়। এই সব প্রাচীন দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক মিলন থেকে শুরু করে শিক্ষার মিলন ছিল। যার ফলে আমরা দেখতে পাই আরব দেশের বহু সংস্কৃতি চিন্তা ভারতের বহু সংস্কৃতি জগতে প্রবেশ করেছে। এতে কোনও দোষ নেই। সভ্যতার বিকাশ বহু দেশের মিলনের মধ্যে গিয়ে

ঔরঙ্গদেবকে দায়ী করা হয়ে থাকে। তিনি ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেও তাঁর সমালোচনা করতে ইতিহাস কৃষ্ঠাবোধ করেনি। ইতিহাসের পাতায় মোঘল গুরুত্ব পেয়েছে আর মৌর্য-চোল-গুপ্ত সাম্রাজ্য উপেক্ষিত হয়েছে বলে আবার নতুন করে ইতিহাস লেখার প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস যা সত্য তাকে প্রকাশ করে থাকে। তা নিয়েই আলোচনা করা হয়ে থাকে বইয়ের পাতায়। ইতিহাস নিজের ইচ্ছা মতো লেখা হয় না। বিভিন্ন ইতিহাসবিদেরা

ভাগ হওয়ার কোনও কথাই ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার ব্যাপারে দেশ যত বেশি করে এগিয়ে আসতে শুরু করে ততই হিন্দু মুসলমান জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলো। তার ফলে পাকিস্তান এবং ভারত সৃষ্টি হল। এখন পাকিস্তান ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আর ভারত হিন্দু রাষ্ট্র তৈরি করার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা সফল হল। ব্রিটিশ সরকার প্রথম থেকেই ভারত ভাগ করে দেওয়ার খেলা শুরু

কৃতুব মিনারের পরিসরে পূজো করার অনুমতি চেয়ে মামলা করা হয়েছিল। রোমিলা থাপার বলেছেন, কৃতুব মিনার চতুর্দশ শতাব্দীতে বান পাড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পুনরায় মেরামত করার কাজে নেমে হিন্দু রাজমিস্ত্রীরা মিনারের গায়ে হিমদিত, ভুল সংস্কৃত লেখায় তাদের দেবতা বিশ্বকর্মার ও গণেশের কথা খোদাই করেছিল। এর থেকে প্রমানিত হয় যে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল। রোমালিা থাপার মনে করেন যে জোর করে হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ করা হয়নি।

ইতিহাসবিদদের উচিত কাজ হচ্ছে সঠিত তথ্যের ওপরে ভিত্তি করে ইতিহাস রচনা করা। নাহলে কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস ভুল তথ্যে ভরপুর হতে থাকবে। খেরালাী রাজা মহম্মত বিন তুঘলকের. সমালোচনা করতে ইতিহাসবিদেরা ভুল করছেন। সঠিক মন্তব্যপ্রকাশ করে মহম্মত বিন তুঘলকের জীবন যাত্রার বর্ণনা দিয়ে গিয়েছে। ফলে ইতিহাস রচিত করছে হলে সঠিক তত্ত্বকে সমানে রেখে। সেখানে কারোর মতকে স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা চলবে না। আতস কাচে ফেলে ইতিহাসের বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত।

রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতে জাতীয়তাবাদকে আবার সক্রিয় করা উচিত

জাতীয়তাবাদের চিন্তা থেকে ভারতের নাগরিকেরা কেন ক্রমশ সরে আসতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিকবিদেরা। তারা মনে করছেন ভারত যেভাবে গভীর সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে রয়েছে তাতে এই মুহূর্তে প্রয়োজন রয়েছে জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ যেমন ভারতের জাতীয় জাগরণ এবং রেনেসাঁস নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল ঠিক সেই রকমভাবে ভারতকে মহান করে তোলার পক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকবে। জাতীয়তাবাদকে আবার সক্রিয় করা উচিত বলে রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করেছেন। বাংলার রেনেসাঁস এসেছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে জাতীয়তাবাদের প্রবল আধিক্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি নাগরিক জাতীয় চেতনাসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়েছিল যা আজকে তার ভাব অনুভব করা যাচ্ছে। ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে গেলে প্রথমই প্রয়োজন হচ্ছে জাতীয়তাবোধের জাগরণ যা এখন প্রায় হারিয়ে যেতে শুরু করে রয়েছে। রাজনৈতিক দলের অন্তর্দ্বন্দ্বই এর মূল কারণ বলে উল্লেখ করতে শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা। তারা মনে করছেন যে ভারতের চারদিকে শত্রুর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের উচিত হচ্ছে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক মানকে শক্তিশালী করতঃ সহায়তা করা। নিজস্ব রাজনৈতিক তর্কতর্কিত তাগ করে কীভাবে ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ

বুটা হ্যায় ভুলো মাং’ জ্ঞোজন তুলেছিল। আজকে তারা বলতে শুরু করেছে ভুল হয়ে গিয়েছে। কমিউনিস্ট দল যে ভুল ধারণা এতদিন ধরে বহন করে চলছিল তার দূর করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি এবং আরএসএস বারবার কমিউনিস্ট দলের এই ভূমিকা নিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। একটি সময়ে দেশবাসীর কাছে কমিউন্টি পাটি এতটুকি ভারতের জাতীয়তাবাদকে দলে পিঠাতে হয়। ভারতের জনগণ মনে করতো কমিউনিস্ট পাটি মানেই হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী একটি দল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে রক্ষা করতে গিয়ে দেশের স্বাধীনতার সময়ে ব্রিটিশ সরকারের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছিল কমিউনিস্ট পাটি সেটাও বলায় অপেক্ষা রাখে না। ফলে ভারতবাসীর কাছে কমিউনিস্ট দলগুলো আত্মা অর্জন করতে পারছিল না। বখবার কমিউনিস্ট দলকে এর জন্য ভুগতে হয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কমিউনিস্টদের দূরে সরে গিয়ে ছিল যখ ন নেতাজিকে তোজোর কুকুর বলে আখ দিয়েছে। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে নাৎসীদের বন্ধু জাপানের সহযোগিতা নিয়ে লড়াই করেছিল বলে কি কমিউনিস্টরা তাঁকে তোজোর কুকুর বলে আখ্যা দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে জাপান এবং জার্মানকে পরাস্ত করতে রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকা এক হয়ে মিত্র বাহিনী তৈরি করে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট গাইডলাইন মেনেই জাপানকে পরাস্ত করেছিল। কিন্তু একটি নেতাজিকে গ্রহণ করতে পারেনি।

নেতাজিকে তেজোর কুকুর বলার পিছনে ভারতের কমিউনিস্টদের রাশিয়া, ব্রিটেন এবং আমেরিকার জোটের মিত্র শক্তির সমর্থনের কথা প্রথমে এসে পড়ে। নেতাজি, রাসবিহারী বোস মেহেতু জাপানের সহযোগিতা নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি করেছিল যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে মিত্র জোট বিরোধী শক্তি। ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীকেও সমর্থন করতে পারেনি ভারতের কমিউনিস্টরা। তারা মনে করতো জাপানের সহযোগিতা নিয়ে তৈরি করা বাহিনী রশ মিত্র শক্তি বিরোধী। রাশিয়া তখন আমেরিকার এবং ব্রিটেনের সঙ্গে জোট করে মিত্র বাহিনী তৈরি করে জার্মানকে পরাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফিল্লারকে পরাস্ত করাই ছিল এই মিত্র বাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে রাশিয়ার পক্ষ থাকা ভারতের কমিউনিস্টরা নেতাজিকে সমর্থন করতে পারেনি। জাপান তখন জার্মানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকার পার্ল হারবার বন্দর একেবারে সেনারা। জাপানকে শায়েস্তা করতে আমেরিকা হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করলো। হিরোসিমাতে আনবিক বোমা ফেলায় জাপান দুর্বল হল এবং আত্মসমর্পণ করলো। রাশিয়ার পক্ষে ভারতের কমিউনিস্টরা আদর্শ পথ বলে গ্রহণ করার ফলে সেই সময়ে রুশ বন্ধু ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। কমিউনিস্টরা মহাজা গান্ধিকে সমর্থন করলেও নেতাজি এবং রাসবিহারী বোসকে সমর্থন দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক ধ্যেঁষা মানুষ ছিলেন। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করেছেন। চিনের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। অতিরিক্ত চিন বন্ধুত্বের গুণগরি দিতে হল। ভারত থেকে তিব্বত হাতছাড়া হল। তিন ভারত যুদ্ধ হল। যে তিব্বতে ভারত প্রবেশ করতে সমর্থ ছিল সেই তিব্বতকে চিন অধিকার করলো। সীমান্তে ম্যাকমোহন লাইন তৈরি হল। ভারত চিন সীমান্ত নির্ধারণ হয়ে গেল। চীন যদিও আজও পর্যন্ত ম্যাকমোহন লাইনকে ভারত চিন সীমান্ত বলে মেনে নেয় না। এই সব ভুলের সংশোধন শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি কাশ্মীরটাকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছেন। কাশ্মীর থেকে লাদাখকে আলাদা কেন্দ্র শাসিত রাজ্য হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের ভারতের জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে উত্তর শ্যামা প্রসাদ মারা গিয়েছিলেন। তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে। কাশ্মীর ভারতের অন্য রাজ্যের মতো থাকবে। আলাদা করে তাদের কোনও সংবিধান থাকবে না। ভারতের সংবিধান সেখানে চালু থাকবে। কাশ্মীরের যে নিজস্ব পতাকা ছিল তা আর নেই। একমাত্র ভারতের জাতীয় পতাকা সেখানকার মূল সরকারি পতাকা। জাতীয়তাবাদ বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে এখন আর টিকে থাকা যাবে না সেটা ক্রমশ পরিস্কার হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভারতের সংবিধানকে রক্ষা করতে গেলে জাতীয়বাদ ছাড়া আর কোনও ভিন্ন পথ খে লা নেই সেটা ক্রমশ পরিস্কার।

নতুন পঞ্চায়েতের দাবী মানাচরে

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১৭ জানুয়ারি : গ্রামে নেই একটিও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। গ্রামে রেশন দোকান নেই, নেই পাকা রাস্তা, নেই উচ্চ বিদ্যালয়, বিদ্যুৎ থাকলেও পাড়ি দিতে হয় প্রতিবেশী জেলা পশ্চিম বর্ধমান। নদী পেরিয়ে ঘূরপথে ৬০ কিলোমিটার ঘুরে পৌঁছাতে হয় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে, নদী পেরিয়ে যেতে হয় হস্তিফুলা। হ্যাঁ, এমনই একটি জায়গা রয়েছে বাংলার মানচিত্রে।



ওই এলাকার মানুষ এখনও ‘নেই রাজ্যের’ বাসিন্দা। কি কি নেই সেখানে? গ্রামবাসীদের অভিযোগ অনুযায়ী, ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও এলাকায় নেই কোনও উচ্চ বিদ্যালয়। এলাকায় ১১টি সংসদ রয়েছে, ভোটার সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। যার মধ্যে দু’টি ব্লক আর তিনটি পঞ্চায়েত। যদিও ওই এলাকার মানুষ এখনও ‘নেই রাজ্যের’ বাসিন্দা। বসবাসের অনেককিছুর সুবিধা নেই সেখানে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ অনুযায়ী, ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও এলাকায় নেই কোনও উচ্চ বিদ্যালয়। এদিন টাঙ্কির মিছিলে অংশ নেন গ্রামের বহু মানুষ। এই বিষয়ে টাঙ্কির মিছিলের নেতৃত্বদানকারী ননী রায় বলেন, পূর্ববঙ্গের চৌদ্দ পুরুষের ভিত্তিমাটি ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের জীবিত্যে বেঁচেছেন একদিন আমাদের পূর্বপুরুষরা পৌঁছেছিলেন বাঁকুড়ার বড়জোড়া এলাকার দামোদরের চরে। তারপর সেই চরেই নতুন বসতি গড়ে

রয়ে গিয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু বহু বছরের সেই সমস্যা থেকে আজও মুক্তি পাইনি। তাই দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের দাবির পাশাপাশি মানাচরকে নতুন পঞ্চায়েত ঘোষণার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই সরব হয়েছেন এই এলাকার মানুষ। কিন্তু কোনও কিছুতেই কাজ না হওয়ায় আমাদের নতুন পঞ্চায়েত এই ট্রাঙ্কির মিছিল। জেলার মানচিত্রে অবস্থানগত ও ভৌগোলিক দিক থেকে বাঁকুড়া থেকে মানাচর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। খন্দাকার মানুষকে জরুরী প্রয়োজনে নদী পথ পেরিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যেতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়। অনেক বছর হল, তাই আর অপেক্ষা নয়। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই মানাচরকে পৃথক পঞ্চায়েত গঠনের দাবি জানাচ্ছি আমরা। এলাকার নিজস্ব গ্রাম পঞ্চায়েত হলেই বাকি সব সমস্যার সমাধান খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে বলে আশাবাদী মানাচরের বাসিন্দারা।

কবরস্থান দখল করার অভিযোগ



দূরন্ত বার্তা, জামুড়িয়া, ১৭ জানুয়ারি : আদিবাসী সম্প্রদায়ের কবরস্থান দখলের অভিযোগে উটল জামুড়িয়ার শ্যাম সেল কারখানার বিরুদ্ধে। প্রচুর সংখ্যক আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ আজ সকালে সেখানে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভের আদিবাসীদের অভিযোগ তাদের সবচেয়ে বড় পরব বান্দনা উৎসব। সেই উৎসবের সুযোগ নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রায় ৬০০ বছরের পুরাতন কবরস্থানে মাটি কেটে পাইপ লাইন বিছানার কাজ করছিল। তাছাড়াও কোটা কবরস্থান জুড়ে রাখা রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পাইপ। যা তাদের আশ্রয় বিরুদ্ধ। অখিল কোটা, পাবুল্লাল মার্যিতি জানান, অবৈধভাবে গায়েন জোরে আদিবাসীদের কবরস্থানের জায়গা দখল করছে শ্যাম সেল কারখানা। এই কবরস্থান ৬০০ বছরের পুরনো কবরস্থান। আদিবাসীদের বান্দনা পরব চলাকালী জামুড়িয়া শিল্প তালুকের শামসের আ্যন্ত পাওয়ার লিমিটেড কারখানা সেখানে পাইপ নামিয়ে পাইপ লাইনের কাজ শুরু করে। স্থানীয় নেতা, পুলিশ-প্রশাসনের সমর্থনে বান্দনা পরব চলাকালীন রাতের অন্ধকারে পাইপ নামিয়ে এবং মেশিন দিয়ে মাটি কেটে পাইপলাইনের কাজ শুরু করে বলে অভিযোগ তাদের। এই কবরস্থান ধানসা গ্রাম, হুতুড়ুবি গ্রাম এবং মহিষা বৃড়িগ্রামের আদিবাসীদের। স্থানীয়রা জানান এর আগেও এই কবরস্থানে জয়গায় শ্যামসেল কারখানা ছাই ফেলে দেয় এবং গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ জানাতে এলে কোম্পানির পক্ষ থেকে পুলিশ এসে তাদের ধমকি দেয়। আদিবাসীদের অভিযোগ সে সময় পুলিশ জানায়, এই জায়গা যদি আদিবাসীদের তাহলে তারা কাগজ দেখাক। প্রসঙ্গত, এর আগেও একাধিকবার এই কারখানা বিরুদ্ধে শ্মশান ও খাস জয়গা দখলের অভিযোগে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয়রা। প্রতিবারই বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ অব্যাহত করেছিলেন কারখানা কর্তৃপক্ষ। সুত্রের খবর, প্রশাসনের একাংশ ও কিছু জমি মাফিয়ার মদতে ধসল, সাধুকপূর সহ একাধিক মৌজায় প্রায় কয়েক’শো বিঘা সরকারি জমি ও ইসিএল-এর জমি দখল করে ঘেরাও করার কাজ চালাচ্ছে কারখানাটি। শ্যামসেল কারখানার আধিকারিক আলোক দিশ্ন জানান, আদিবাসীদের কবরস্থানে কোন প্রকার নষ্ট বা ধকল করা হয়নি। ভুলবশতঃ কিছু জলের পাইপ সেখানে রাখা হয়েছিল। দ্রুত সেগুলোকে সরিয়ে ফেলা হবে। জামুড়িয়ার বিডিও জিয়ানু দে জানান, খুবই খুব গুরুতর অভিযোগ। এই বিষয় নিয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তবে বিঘাটি নিয়ে ভূমি দপ্তর ও পুলিশের কাছে তথ্য তালব করবেন তিনি। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান জামুড়িয়ার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।

খাটু শ্যাম উৎসবের শোভাযাত্রা



তনুজ জৈন, মালদা, ১৭ জানুয়ারি : খাটু শ্যাম কলিগুপ্তে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রুপে পূজিত হন। রাজস্থানের শিকড় জেলার খাটু গ্রামে রয়েছে খাটু শ্যামের মন্দির। যা দেশের অন্যতম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। মঙ্গলবার খাটু শ্যামজী উৎসব। সেই উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করল মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মানুষজন। সেই শোভাযাত্রায় শরীরে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি দেওদুত গজমের। হলুদ পোশাকে শ্রীকৃষ্ণের ছবি খচিত পতাকা হাতে নিয়ে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বারদুয়ারি,ভালুকা, তুলসীহাটী হরিশ্চন্দ্রপুর সদরসহ একাধিক এলাকার মানুষজন একত্রেগ্রহণ করেছিলেন শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রাটি বারদুয়ারী দুর্গা মন্দির থেকে শুরু হয়ে সমগ্র হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকা পরিভ্রম্য করে সাধুকপুর ধর্মশালায় গিয়ে শেষ হয়। সকলেই উৎসবের মেজাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন শোভাযাত্রায়। এছাড়াও সারা রাত ব্যাপী খাটু শামজীর নামে ধর্মশালায় ভজন-কীর্তন চালাবে মিলে জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রবীণ কেতিয়া। শোভাযাত্রায় মহিলাদেরে উপস্থিতও ছিল লক্ষশ্রী। আয়োজক কমিটিতেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন মহিলারাও। আয়োজক কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রবীণ কেতিয়া বলেন, নিয়ম অনুযায়ী আমাদের পূজা হবে। প্রসাদ বিতরণ হবে এবং রাতে ভজন হবে। সকলে অংশগ্রহণ করে খুব আনন্দ করছেন। মহিলারাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। খাটু শ্যামের ইতিহাস মহাভারতে যুগের। শিশু শব্দে অনুযায়ী ঘটনাক্রমের পুত্র ছিলেন বারবরিকা। তার তাগণ এবং বীরত্বে খুশি হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বরদান করেছিলেন। বলেছিলেন কলিগুপ্তে তিনি শ্যামকপ্তে পূজিত হবেন। কলিগুপ্তের শুরুতে রাজস্থানের খাটু গ্রামে গ্রামবাসীরা নদীতে ভাসা একটি মাথার মূর্তি দেখতে পান। তৎকালীন রাজা স্বপ্নাদেশ পেয়ে সেটিকেই মন্দিরে স্থাপন করেন। তারপর থেকে পূজিত হয়ে আসছেন খাটু শ্যাম।

কালনায় দিদির দূত

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ১৭ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দর পৈত্রিক ভিটে দন্ত দ্বারিয়াটনে গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দর মূর্তির সামনে প্রার্থনা ও তার চরণে প্রণাম করে, কালনা ২ ব্লকের আনুখাল পঞ্চায়েতের এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি শুরু হল। এই কর্মসূচিতে আজ কালনা বিধানসভার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ সহ উপস্থিত ছিলেন কালনা ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রবর রায়, কালনা ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুভাষ ঘোষ, আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জলেশ্বর হেমরম সহ তৃণমূলের নেতৃত্বরা। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দিদির সুরক্ষা কবজ নিয়ে গ্রামে পৌঁছানোই গ্রামের মানুষেরে বিক্ষোভের মুখে পরিচ্ছে বিধায়ক সাংসদ সহ তৃণমূলের নেতৃত্বরা। কিন্তু কালনার ২ নম্বর ব্লকের চিত্রটা চিত্ত উল্টে। আজ এই প্রথম শুরু হলো দিদির সুরক্ষা কবজ। প্রথম দিন বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ ও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রবর রায় মানুষের কাছে গিয়ে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন, কথা বলতে গেলে খুশি সাধারণ মানুষজন। দন্ত দ্বারিয়াটনে গ্রামে স্বামী বিবেকানন্দর ছবি বড় ছুঁয়ে বিধায়ক চলে যান আনুখাল গ্রামের পল্লীমঙ্গল পাঠাগারে। সেখানে সবকিছু ঘুরে দেখেন পাশাপাশি সাধারণ মানুষদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। তারপর সোজা চলে আসেন আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেখানে আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের দস্যদলের নিয়ে বৈঠক করেন বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ। সারাদিন আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দফরপুর গ্রামে রাত্রি বাস করবেন বিধায়ক। বুধবার সকালে ওই গ্রামে পতাকা উত্তোলন করে পঞ্চায়েত এলাকা ছাড়বেন বিধায়ক!

অন্যের বাড়িতে রাত

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ জানুয়ারি : এবার ঘরে ঘেরার পালা জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি পাণ্ডিয়া ঘোষ। দিদির সুরক্ষা কবচ এই প্রকল্পের আওতায় বিধাননগর ১ নম্বর অঞ্চলে সহকর্মী টুলটুলী সরকারের বাড়িতে রাত্রি যাপনের পর মঙ্গলবার বিকেলনে জেলা সভাপতি জানালেন মুখাম্মদী মতাব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মেনেই আমরা সবাই কাজ করে চলেছি। তাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য মানুষের কাছে পরিবেশা পৌঁছে দেওয়া। যেভাবেই হোক না কেন মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে যারা একেবারেই খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। অনেকেই আছেন যারা এই প্রকল্পের কথা জানলেও কিছু করতে পারেন না। তাই আমরা মনে আমাদের কবীরা এবং আমাদের নেতৃত্ব বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছাবেন সেই সব মানুষের যাদের পরিবেশা অত্যন্ত প্রয়োজন। টুলটুলি সরকারের কাছে রাতে থাকবার পরে আজ সকালে পাণ্ডিয়া দেবি পৌঁছান তার নিজের বাড়িতে। তিনি জানালেন আমাদের এখন একটাই লক্ষ্য থাকবে উত্তরবঙ্গের সব সাধারণ মানুষ যাতে এই দিদির সুরক্ষা কবচ বলয়ের মধ্যে আসেন সেটা দেখা। তাই আমাদের সবাইকে একসাথে মিলেমিশে কাজ করতে যেতে হবে। এদিন জেলা সভাপতির এই কাজের প্রশংসা ছড়িয়েছে গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়েই। সকলেই বলছেন জেলা সভাপতির এই উদ্যোগ মনে করিয়ে দিচ্ছে আমাদের মুখাম্মদী মতাব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যিনিও ঠিক এইভাবে কাজ করে চলেছেন গোটা বাংলাজুড়ে।

কোচবিহারে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন ২ সিবিআই অধিকারিক

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৭ জানুয়ারি : ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন ২ সিবিআই অধিকারিক। মঙ্গলবার কোচবিহার ১ ব্লকের সাতমাইল এলাকার ভোগড়াবরি কেশরীবাড়ী এলাকায় ট্রাক এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে। সংক্রান্তি দিন থেকেই কোচবিহারের প্রবল ঠাণ্ডা, আর সেই সাথে ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে সারাদিন। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক যখন মাথাভাঙ্গা থেকে

কোচবিহার ফিরছিলেন সেই সময় দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় এই দুই আধিকারিককে কোচবিহারের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়, বর্তমানে তারা সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহতরা হলেন সিবিআইয়ের ইন্সপেক্টর (পিপি)। আহত সিবিআই আধিকারিকদের দেখতে বেসরকারি নার্সিংহোমে যান কোবিহার দক্ষিণ বিধান দো অপরাজিত গাড়ির চালকও গুরুতর আহত। প্রথমে তাকে কোচবিহার মহারাজা জিন্দেজ নারায়ন মেডিকেল হস্পিটাল এবং তার অবস্থার অনতিহলে তাকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের স্থানান্তরিত করা হয়। তার মাথায় রক্ত জমে যাওয়ায় মেট্রোপচার করা হয়েছে বলে মেডিকেল কলেজ হয়ে খবর। যদিও

পথ সুরক্ষা সচেতনতা

দূরন্ত বার্তা, তমলুক, ১৭ জানুয়ারি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের থানার সোনাপেত্যা টোল প্লাজার পাশে সপ্তাহব্যাপী পথ সুরক্ষা সচেতনতা শিবিরের পরিসমাপ্তি ঘটলে টোল প্লাজার পাশেই এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সমগ্র এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তমলুকের এসডিপিও সািকব আহমেদ, কোলাঘাট ও পাঁশকুড়ার সিআই পরিমল সাহা, তমলুকের ট্রাফিক ওসি, টোলপ্লাজা ইনচার্জ মাসাউর আলম, শহীদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সমরনাথ ঘড়া, বঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েতের প্রধান তারকনাথ জানা সহ অন্যান্যরা।

Office of the Executive Officer Singur Panchayat Samity e-TENDER NOTICE
Digitally Signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no. 1825/E.O dt. 16.01.23 for Construction of 1 nos. Civil works with in Singur Panchayat Samity , Hooghly, WB. Last date for the online Bid submission is 24.01.23 . Detail will be available at the website www.wbtenders.gov.in (tender ID 2023_ZPHD_447506_1)
Sd/-Executive Officer Singur Panchayat Samity
KAPASHARIA GRAM PANCHAYAT Under CHANDITALA-II Block Dist-Hooghly
1. NIT NO. 2186/E-NIT/KGP/2022-23,15th F.C Dated: 16/01/2023 2. NIT NO. 2187/E-NIT/KGP/2022-23,15th F.C Dated: 16/01/2023 3. NIT NO. 2188/E-NIT/KGP/2022-23,15th F.C Dated: 16/01/2023 4. NIT NO. 2189/E-NIT/KGP/2022-23,15th F.C Dated: 16/01/2023 5. NIT NO. 2190/E-NIT/KGP/2022-23,15th F.C Dated: 16/01/2023 6. NIT NO. 2191/E-NIT/KGP/2022-23,15th F.C Dated: 16/01/2023 7. NIT NO. 2192/E-NIT/KGP/2022-23,15th F.C Dated: 16/01/2023 The Pradhan,Kapasharia Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Kapasharia Gram Panchayat for different works. Fund: 15th FC Tied. Time of completion: 30days. Date of Start of downloading the documents from 16/1/2023 upto 25/1/2023 at 4.00 pm . Date of Opening of Tender (Online) Technical on 30/1/2023 at 2.00 pm & Date of Opening of Tender (Online) Financial on 30/1/2023 at 3.00 pm . For more details please visit website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan Kapasharia Gram Panchayat

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

রেজিস্টার অফিস : গ্রেপ গার্ডেন, নং. ২৭, ৩য় ফ্লোর, “এ” ফ্লস, ১৮ নম্বর, ৬ ব্লক, কোমোদলা, বেল্লপল্ল-৫৩০১৬৫, কলিকতা।
শাখা অফিস : ৪ ফ্লোর, ষষ্ঠি ফ্লক পোর্ক, ব্রিটিশেস নং. ০২০৬৩০, পি. নং. ডিএইচ ৬/২, আকাশন এলিয়া ১টি, নিউটাউন-৭০০১৩০, কলকাতা

অধিগ্রহণ নোটস

এছাড়া, বীকৃত আধিকারিক উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক, অদীন নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং পূর্ণদঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অদীন ধারা ১৮(১২) সস পড়তে হবে ধারা ৬ নিরাপত্তা আগ্রহ(প্রয়োগ) ধারা ২০০২ জারি করে জিন্স নোটিস গ্রাফক/সহ-গ্রাফক(নো) প্রতি গ্রাহককে জানানো যায় যে বকেয়া পরিশোধ করতে প্রতি নামের ভিত্তিতে বকেয়া সুদ প্রযোজ্য হায়ে যা উল্লেখ রয়েছে উল্লেখিত নোটিসে এই নোটিস গ্রাহির ৬০ দিনের মধ্যে, সঙ্গে পরবর্তী সুদ যা প্রযোজ্য, অনুদ্বিতীয় ধরত, মূল্য, দাবী ইত্যাদি পরিশোধ বা পুনরুদ্ধারের তারিখ পর্যন্ত।

ক্র. লোন নং.	নাম গ্রাহক/সহগ্রাহক/জামিনদার/বন্ধকদাতা	১৮(২) নোটিস তারিখ/বকেয়া (টেক)	অগ্রিগ্রহণের তারিখ ও ধরন
১. ৬৩১৫২০১১/৮০০০০০২২	১) মিতু শিকদার ২) আয়না শিকদার	১৭.০৯.২০২২/টাকা, ১১,৪৩৬,৬৬৭.৮৫ ১৭.০৯.২০২২ তারিখে	১৬.০১.২০২৩/প্রতীকী অগ্রিগ্রহণ

গ্রাহক সম্পত্তির বিবরণ :			
সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ভবন, পরিমাণ প্রায় ২.৫০ টেনেসনস সস একটী কাঠোনে রয়েছে সেখানে, অবস্থিত মৌজা আশিনতলা, থানা রানামাটি, পরগণা উপরা, জেলা নং. ১১৪, জেলা নং. ৪৩৮, আরেক পরিমাণ নং. ১০২২, এলবার বহিমান নং. ৫৯০৪, আরেক পরিমাণ নং. ৪৪৪/১০১৫, এলবার নং. নং. ১৪৪৪, আর রানমণ্ড নং. ১১৭৪ পঞ্চাশত, জেলা নোয়া, পূর্ণচন্দ্র পরিসীবা : উত্তর-মুনোত্রাঙ্গ শিকদারের ভবন, দর্শন-৬, সন্নীর রায়ের বাড়ি ও দোকান, পূর্ণ-৩০' চতুর্থা পরিসীবা : ৩০১৭, পশ্চিম-নিউ শিকদারের ভবন। যার মালিক আয়না শিকদার (নং. ২ সহ) যার বাংলা উপগ্রহ কেরনা নথিগত হয়েছে : ২০২২.১০.১১ তারিখে, এডিসনসম্পত্তি পরিমাণ ১ অংশিস, বুক নং. ১, অংশিসনং. ১৩০৫-১০২১, পাঠা ২৪০০			

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATIONS, 13(4), 14(3) AND 15(2) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THEREOF ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011,") TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

DENTAX (INDIA) LIMITED

Registered Office: MMS Chambers, 4A, Council House Street, 1st Floor, Room No.D1, BBD Bag, Kolkata – 700 001
Tel. No. +91- 033 10011981; E-mail: dentaxindia@gmail.com; Website: www.dentaxindia.com
CIN: L51109WB19APLCO37960

Open offer for acquisition of up to 26,20,363 (Twenty-Six lakhs Twenty Thousand Three Hundred Sixty Three only) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each (Offer Shares) representing 26 % (Twenty-Six percent) of the Emerging Voting Capital (as defined below) of Dentax (India) Limited (Target Company) from public shareholders of the Target Company, by Cabana Management Consultancy Private Limited (Acquirer 1), Mr. Sumit Govind Sharma (Acquirer 2), Ms. Priya Sumit Sharma (Acquirer 3) and Ms. Koushal Govindprasad Sharma (Acquirer 4) (hereinafter jointly called as the 'Acquirers') pursuant to and in compliance with the requirements of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (SEBI (SAST) Regulations 2011) (offer or open offer).

This detailed public statement ("DPS") is being issued by Kurnarji Fintstock Private Limited, the manager to the Offer ("Manager to the Offer" or "Manager"), for and on behalf of the Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company, in compliance with Regulations, 13(4), 14(3) and 15(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, and subsequent amendment thereto pursuant to the Public Announcement ("PA") dated January 11, 2023 in relation to the Open Offer, which was filed with the Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") and filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and sent to the Target Company on January 11, 2023 in terms of Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13, 14 and 15(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

The Board of Directors of Target Company in their meeting held on January 11, 2023 considered and decided to issue 74,00,000 equity shares to the Acquirers and 7,50,000 to the non-promoters of face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only), fully paid-up, on a preferential basis, at a price of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) per share on a preferential basis pursuant to Section 62 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and subject to shareholders approval and compliance with applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2019 ("SEBI (ICDR) Regulations, 2019"), as amended.

For the purposes of this DPS, the following terms shall have the meanings assigned to them below:

"Acquirers" means Cabana Management Consultancy Private Limited (Acquirer 1), Mr. Sumit Govind Sharma (Acquirer 2), Ms. Priya Sumit Sharma (Acquirer 3) and Ms. Koushal Govindprasad Sharma (Acquirer 4).

"Equity Shares" means the fully paid-up Equity Shares face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each of the Target Company.

"Identified Date" shall mean the date falling on the 10th working day prior to the commencement of the Tendering Period (as defined below), for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the Letter of Offer in relation to this Offer ("Letter of Offer" or "LOO") shall be sent.

"Emerging Voting Capital" shall mean the total voting equity share capital of the Target Company expected as of the 10th (Tenth) Working Day (as defined below) from the closure of the tendering period for the Offer.

"Public Shareholders" shall mean all the shareholders of the Target Company who are eligible to tender their Equity Shares in the Offer, except the Acquirer and persons deemed to be acting in concert with the Acquirer, the Selling Shareholders and person deemed to be acting in concert with Selling Shareholders (as defined below).

"Preferential Allotment" shall mean the proposed preferential allotment of 74,00,000 equity shares to the Acquirers and 7,00,000 equity shares to the non-promoters of face value of ₹ 10/- at price of ₹ 10/- per equity share for "Cash", subject to approval of the shareholders and other regulatory approvals (if any).

"Offer Open Offer" shall mean the acquisition of 26,20,363 (Twenty-Six Lakhs Twenty Thousand Three Hundred Sixty Three) fully paid-up Equity Shares of the face value of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) representing 26% (Twenty Six Percent) of the Emerging Voting Capital of the Target Company from the Public Shareholders of the Target Company.

"Stock Exchanges" shall mean The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE)

"Tendering Period" shall mean the period ascertained in the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

"Voting Share Capital" means the total voting Equity Share Capital of the Target Company on a fully diluted basis as of the 10th (Tenth) Working Day from the closure of the Tendering Period of the Offer.

"Working Day" means any working day of the Securities and Exchange Board of India;

I. ACQUIRER, TARGET COMPANY AND OFFER:

1. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRERS

1.1 CABANA MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED (ACQUIRER 1)'S COMPANY)

1. Cabana Management Consultancy Private Limited (Acquirer 1) is a private limited company. It was incorporated on March 11, 2020, bearing Permanent Account Number "AAIC6278M" issued under the Income Tax Act, 1961, having registered office address at "1st Floor, Office No. 16, CTS No. 891 B1, JP Road Village Amboli, Near Metro Station, Versova, Andheri (W) Mumbai Maharashtra 400058, contact number is +91-022-6013372 and his email id is sumit@gmpeop.com

2. The company's Corporate Identification Number is (CIN) U74099MH2020PTC338704 and its Registration number is 338704. Its Authorized Share Capital is ₹400 Lakhs with Paid-up Share Capital of ₹ 11.27 Lakhs.

3. As per the memorandum of association of the acquirer, one of the main objects of the Acquirer is to engage in business to act as a consultants and advisers on all matters and problems related to the Technical Industries, civil, administration, finance and organization, management, commencement or expansion of industry, purchasing techniques and business (including construction of plants and buildings) production, marketing, advertisement, publicity, personnel, export and import to and for institutions, concerns, bodies, associations (incorporated or unincorporated), departments and services of the Government, public or local authorities, trusts, scientific research and Development Centres, and to be appointed as technical, financial, industrial administration, civil consultants.

4. Apart from the company is also involved in investment activities including investment in Properties and some other businesses through its subsidiaries. The directors of the company are Mr. Sumit Govind Sharma and Ms. Priya Sumit Sharma.

5. As on the date of this DPS, there are no directors representing the Acquirer on the board of the Target Company.

1.2 MR. SUMIT GOVIND SHARMA (ACQUIRER 2)

1. Mr. Sumit Govind Sharma (Acquirer 2) is a 48 years old, Indian Resident, bearing Permanent Account Number "APSP51581C" under the Income Tax Act, 1961, resident at Ideal CHS Ltd. A-Wing, Flat No. 401, 4th Floor, Gulmohar Road, JVPD Scheme, Near Juhu Circle Vile Parle West, Mumbai 400058, Maharashtra, contact number is +91-9802069044 and his email id is sumit@gmpeop.com

2. Mr. Sumit Govind Sharma is management graduate with more than 22 years of combined experience working with Top Corporates in India & Dubai and also as an Entrepreneur. Areas of specialisation - Marketing, Brand Management, Sales, Customer Experience, Loyalty Programs, Events etc. Having worked with top-notch corporates such as L&B Group & Welsch Group in India and Khemraj Ramdas Group in Dubai.

3. He is currently the Founder Director & CEO of Groupe MRP India Private Limited (Group), its a 360° Marketing Solutions Company which has been providing various marketing services to their esteemed clients for more than 16 years. Group is known for its innovation solutions & out of the Box ideas. They are headquartered in Mumbai, with Branch offices in Dubai, Singapore & Boston. Group is looking at starting branch offices in Australia, Kenya, Russia, Chile, Canada, UK in the near future.

1.3 MS. PRIYA SUMIT SHARMA (ACQUIRER 3)

1. Ms. Priya Sumit Sharma (Acquirer 3) is a 40 years old, Indian Resident, bearing Permanent Account Number "BMP55496C" under the Income Tax Act, 1961, resident at Ideal CHS Ltd. A-Wing, Flat No. 401, 4th Floor, Gulmohar Road, JVPD Scheme, Near Juhu Circle Vile Parle West, Mumbai 400058, Maharashtra, contact number is +91-9802069044 and his email id is priya.gmpeop@gmail.com

2. Ms. Priya Sumit Sharma is a commerce graduate from Mumbai University, with 15 Years of Experience. She is one of the most important pillars of Groupe MRP, since the foundation of the company. Always been there is a major support to sumit, helping him in the growth of the Business etc. She also having experience in HR & Admin Functions, building of Strategies. Her Strengths are smart workings, vendor relationship, timely execution etc.

1.4 KOUSHAL GOVINDPRASAD SHARMA (ACQUIRER 4)

1. Koushal Govindprasad Sharma (Acquirer 4) is a 70 years old, Indian Resident, bearing Permanent Account Number "APXPS7600C" under the Income Tax Act, 1961, resident at 7A-12, Juhu Sangeto Apts, Juhu Road, Opp. SMDT College Santacruz West Mumbai 400048, Maharashtra, contact number is +91-9802037004 and her email id is koushalsharma1952@gmail.com. She is a 10th Pass and Housewife.

2. Name(s) of the companies LLP in which Acquirer 2, Acquirer 3 and Acquirer 4 are holds Directorship:

Sr.	Name of the Companies	Name of Acquirers
1.	Rockwell Minerals & Metals Private Limited	Sumit Govind Sharma (Acquirer 2)
2.	Tera Natural Resources Private Limited	
3.	Pioneer Breweries India Private Limited	
4.	Mapule Chemicals Private Limited	
5.	Alps Realty Private Limited	
6.	Buween Exports Private Limited	
7.	Manavish Liberty Hospitality Private Limited	Priya Sumit Sharma (Acquirer 3)
8.	Crown Capital Private Limited	
9.	Amgr Asharma Real Estate Private Limited	
10.	Gruppe Mip India Private Limited	
11.	Rockwell Minerals & Metals Private Limited	
12.	Tera Natural Resources Private Limited	
13.	Pioneer Breweries India Private Limited	
14.	Alps Realty Private Limited	
15.	Buween Exports Private Limited	
16.	Gruppe Mip India Private Limited	
17.	Luxexclusive Marketing Private Limited	Koushal Govindprasad Sharma (Acquirer 4)
18.	Cabana Management Consultancy Private Limited	

Sr.	Name of the Companies	Name of Acquirers
1.	None	Koushal Govindprasad Sharma (Acquirer 4)
3.	Acquirers do not hold any Equity Shares of the Target Company and has not acquired any Equity Share of the Target Company during the 12 (Twelve) months period prior to the date of Public Announcement.	
4.	The Net worth of the Acquirer 1 as on November 30, 2022, is ₹19,80,46,437 (Nineteen Crores Eighty Lakhs Forty Six Thousand Four Hundred and Thirty Seven Only) and the same is certified by Mr. Unashankar Kurnawar, Chartered Accountant, partner of M/s. J.M & K & Co., having its office at B-10, Western Edge I, Behind Metro Cash & Carry, Off W.E. Highway, Borivali East, Mumbai – 400 095 (Firm Registration No. 120499W) vide his certificate dated January 11, 2023.	
5.	The Net worth of the Acquirer 2 as on November 30, 2022, is ₹ 16,16,30,340 (Rupees Ten Crores Sixteen Lakhs Fifty Nine Thousand Three Hundred and Thirty Only) and the same is certified by Mr. Unashankar Kurnawar, Chartered Accountant, partner of M/s. J.M & K & Co., having its office at B-10, Western Edge I, Behind Metro Cash & Carry, Off W.E. Highway, Borivali East, Mumbai – 400 096 (Firm Registration No. 120499W) vide his certificate dated January 11, 2023.	
6.	The Net worth of the Acquirer 3 as on November 30, 2022, is ₹ 3,81,75,059 (Rupees Three Crores Seventeen Lakhs Thirty Five Thousand and Twenty Four Only) and the same is certified by Mr. Unashankar Kurnawar, Chartered Accountant, partner of M/s. J.M & K & Co., having its office at B-10, Western Edge I, Behind Metro Cash & Carry, Off W.E. Highway, Borivali East, Mumbai – 400 095 (Firm Registration No. 120499W) vide his certificate dated January 11, 2023.	
7.	The Net worth of the Acquirer 4 as on November 30, 2022, is ₹ 3,81,75,059 (Rupees Three Crores Eighty One Lakhs Seventy Five Thousand Fifty Six Only) and the same is certified by Mr. Unashankar Kurnawar, Chartered Accountant, partner of M/s. J.M & K & Co., having its office at B-10, Western Edge I, Behind Metro Cash & Carry, Off W.E. Highway, Borivali East, Mumbai – 400 096 (Firm Registration No. 120499W) vide his certificate dated January 11, 2023.	
8.	Summary of the audited standalone financial statements of the Acquirer 1 for the period ended September 30, 2022, subjected to the audited standalone financial statements for the financial year ended March 31, 2022, are as follows:	

(Amt. in ₹)			
Profit & Loss Statement		For the period ending September 30, 2022	Year Ended March 31, 2022
Income from Operation		54,25,000	87,75,000
Other Income		73,19,174	78,96,308
Total Income		1,27,44,174	1,66,74,308
Total Expenditure		97,97,431	1,61,16,875
Profit before Depreciation, Interest and Tax		1,03,60,202	45,28,077
Depreciation		31,73,265	62,01,900
Interest		42,40,194	53,86,898
Profit before Tax		29,46,743	5,57,433
Provision for Tax		13,97,286	3,47,215
Profit after Tax		15,50,456	2,10,218
Balance Sheet as Statement		For the period ending September 30, 2022	Year Ended March 31, 2022
Shareholders' Funds			
Share Capital		11,27,610	11,27,610
Reserves & Surplus		19,59,40,169	19,44,30,713
Deferred Tax		1,41,381	-
Secured Loan		4,79,68,001	4,92,90,455
Unsecured Loan		4,09,67,604	1,85,62,769
Trade Payable		1,42,816	27,93,38
Other Current Liabilities		95,56,485	79,27,346
Total		29,58,33,876	27,20,95,831
Net Fixed Assets		7,07,365	1,87,899
Investments		13,12,07,568	12,98,53,737
Deferred Tax Assets (Net)		-	6,995
Long Term Loans and Advances		82,002	82,002
Trade Receivables		1,96,000	-
Cash and bank balance		23,65,845	22,58,931
Short Term Loans and Advances		14,69,74,751	13,11,77,948
Other Current Assets		14,03,354	86,24,410
Total		29,58,33,876	27,20,95,831
Particulars		For the period ending September 30, 2022	Year Ended March 31, 2022
Net Worth		19,67,67,779	19,65,67,323
Net Profit / (Loss)		15,00,456	2,10,218
Earnings per Share (₹ Per Share)		13.31	1.86
Return on Net worth (%)		0.76	0.11

Note: The above figures are from the financial statements certified by management

- I. DECLARATIONS BY ACQUIRERS
- I. The Acquirers have confirmed that they are not categorized as a "Willful Defaulter" in terms of Regulation 11(a) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. They further confirmed that the other companies, in which they are the promoter and/or director, are not appearing in the willful defaulter's list of the Reserve Bank of India.
- II. The Acquirers and the other companies, in which they are the promoter and/or director, have not been prohibited from raising the capital market or any other restriction passed by SEBI under Section 11B of the SEBI Act or under any other regulations made under the SEBI Act.
- III. Based on the information available, the Acquirers have not been declared as a Fugitive Economic Offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEOA) as per Regulation 21(a) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- IV. As on the date of this DPS, the Acquirers do not hold any Equity Shares directly or indirectly in the Target Company and are not a director on the board of the Target Company. Further, they are not represented on or behalf of directors of the Target Company and none of the directors of the Target Company represents the Acquirer Company.
- V. The provisions of Chapter V of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 are not applicable to the Acquirers as they do not hold any shares in the Target Company.
- VI. The Acquirers undertake that they acquire any Equity Shares of the Target Company during the Offer period, they shall inform to the Stock Exchange and the Target Company within 24 hours of such acquisitions and they shall not acquire any Equity Shares of the Target Company during the period between three working days prior to the commencement of the Tendering Period ("TP") and until the closure of the TP in accordance with Regulation 18(5) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- VII. The Acquirers have no interest in the Target Company, except to the extent of Shareholding, Voting Rights and acquiring control over the Target Company.
- II. INFORMATION ABOUT THE SELLING SHAREHOLDER NOT APPLICABLE
- III. INFORMATION ABOUT TARGET COMPANY
- The Target Company is a public limited company and was originally incorporated as "Dentax (India) Limited", bearing CIN No. L51109WB19APLCO37960, vide Certificate of Incorporation dated September 18, 1994 under the provisions of the Companies Act, 1956 and after that the Target Company came with the Initial Public Offer and listed its shares in The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE).
- I. The Target Company is engaged in the business of exporters, importers, buyers, sellers, producers, brokers, buying agents, selling agents, commission agents, factors, distributors, stockists, agents, traders, and suppliers of dealers in all classes and kinds of chemicals organic and/or inorganic, fire or heavy, their mixtures and formulations, pesticides and insecticides of all kinds, including its formulation, juice, juice gums, juice injections, cotton, cotton knollies, yarn, wool silk, handicrafts, wax, hemp, rayon, nylon, and other fibrous materials and manmade fibre ready-made garments, food-grains, food products, vegetable products, potato & tobacco & tobacco products, iron, steel, cement, paper, paper board, newsprint, straw board, hard board, sis, coffee, fertilizers, electrical goods, sugar, sugarcane, molasses, palm and machinery, vehicles and other automobile spare parts, tractors and other agricultural implements, tyres, tubes, iron cast sheets, rubber and rubber products, plastic products, leather and leather products, floor covers, hides, skins metals and minerals and all other goods made thereof or therefrom, electrical, chemical, photographic, surgical and scientific apparatuses, instruments, goods and materials, cereals, drugs, tannins, essence and pharmaceuticals, mineral and oils, paints, pigments and varnishes, compounds, dyestuffs, organic or mineral intermediates, patent and colour gradings, proprietary and/or all kinds and for which they carry on business of exporters, contractors, quaters and warehousemen etc.
- I. The registered office of the Target Company is situated at MMS Chambers, 4A Council House Street, 1st Floor, Room No. D1, BBD Bag, Kolkata - 700001, Tel. No. +91-033-40445753, Email: dentaxindia@gmail.com, Web: www.dentaxindia.com
- IV. As on the date of DPS, the Authorized Share Capital of the Target Company is ₹ 2,25,00,000 comprising of 22,50,000 Equity Shares of ₹ 10/- each. The paid-up Equity Share Capital of the Target Company is ₹ 1,87,03,000 comprising 18,70,300 Equity Shares of ₹ 10/- each fully paid.
- V. An order of no other shares are partly paid-up. There are no outstanding warrants or options or similar instruments, convertible into Equity Shares at a later stage. No shares are subject to any lock-in agreement.
- VI. The Target Company has complied with all the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI (LODR) Regulation") (hereinafter referred to as "SEBI (LODR) Regulations") from time to time and there are no punitive actions except the following instances of non-compliance mentioned hereunder:
- The trading in Equity Shares of the Target Company was suspended w.e.f. March 21, 2014 on account of non-compliance with provisions of SEBI (LODR) Regulation in respect of various disclosures to be made to the Stock Exchange. The said suspension was revoked with effect from June 05, 2015 vide Notice No. CSE/LD/2015 dated June 04, 2015.
- VII. The Promoters of the target company have made duly submission of disclosures required under provisions of SEBI (SAST) Regulations, the details of which are specified as under:

Sr. No.	Name of Promoters	Regulation	Financial Year	Due date for compliance	Actual compliance date	Delay, if any	Status of compliance with Takeover Regulations	Remarks, if any
1.	SRG EQUITY INVESTMENT PVT LTD	29(2)	2016-17	30/09/2016	03/10/2016	NA	COMPLIED	1 DAY DELAYED

- VIII. All the Equity Shares of the Target Company are presently listed on The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE) with a Scrip Code of 014058. The SEBI REGD/701013.
- IX. As on the date of this DPS, there is no subsidiary or holding company of the Target Company.
- X. There has been no merger, amalgamation, or spin-off during the last three years involving the Target Company.
- XI. Summary of Audited Financial Statements of Target Company for the Financial Years ended March 31, 2022, March 31, 2021, and March 31, 2020, are as follows:

Particulars	March 31, 2022	March 31, 2021	March 31, 2020
Total Income	36.65	20.25	25.80
Net Profit/(Loss)	48.75	7.52	(134.52)
Earnings per Share (₹ Per Share)	2.46	0.03	0.24
Net worth/Shareholders funds	347.27	256.51	290.99

XII. The Present Board of Directors of Target Company are as follows:

Sr.	Name	Designation	DIN
1.	Smr Nitin Agasthi	Whole-Time Director	07562762
2.	Smr Koushal Dhanuka	Non-executive-Independent	06963370
3.	Smr Pankaj Dhanuka	Non-executive-Independent	03183366
4.	Smr Ashish Goenka	Non-executive-Independent	06966775

- V. DETAILS OF THE OFFER
- I. The Offer is a Triggered Offer in terms of Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13, 14 and 15(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- II. The Acquirer has made this Open Offer in terms of SEBI (SAST) Regulations, 2011, to the shareholders of the Target Company to acquire up to 26,20,363 (Twenty-Six Lakhs Twenty Thousand Three Hundred Sixty Three) fully paid-up Equity Shares of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) each representing 26% of the Emerging Voting Capital of the Target Company ("Offer Size") at a price of ₹ 10/- (Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share ("Offer Price"), payable in cash.
- III. The Offer is being made to all the Public Shareholders of the Target Company in accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations pursuant to Preferential Allotment. The PA announcing the Open Offer, under Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(1) and 14(1) of the SEBI (SAST) Regulations, was sent to the Stock Exchange on January 11, 2023. The Equity Shares of the Target Company accepted under the Offer will be acquired by the Acquirers only as fully paid-up, free from any lien, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to Dividend, Bonus and Rights Offer declared thereat.
- IV. The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance by the Equity Shareholders of the Target Company in terms of Regulation 19(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- V. This is not a competitive Offer in terms of Regulation 20 of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- VI. This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of Equity Shares of the Target Company.
- VII. The Manager to the Offer, Kurnarji Fintstock Private Limited does not hold any Equity Shares in the Target Company as of the date of this DPS. The Manager to the Offer further declares and undertakes not to deal on or in the Equity Shares of the Target Company during the Offer period.
- VIII. The Acquirer does not have any plan to dispose of or otherwise encumber any significant assets of the Target Company for the next 2 (Two) years from the date of closure of the Offer, except in the ordinary course of business of the Target Company, and except to the extent required for the purpose of restructuring and/or rationalization of the business, assets, investments, liabilities or otherwise of the Target Company. In the event any substantial asset of the Target Company is to be sold, disposed of or otherwise encumbered other than in the ordinary course of business, the Acquirer undertakes that they shall do so only upon the receipt of the prior approval of the shareholders of the Target Company, by way of a special resolution passed by postal ballot, in terms of Regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, and subject to the provisions of applicable law as may be required.
- IX. Upon completion of the Offer, assuming full acceptance in the Offer, the Acquirer will hold 1,00,20,363 (One Crore Twenty Thousand Three Hundred Sixty Three) Equity Shares representing 16.42% of the paid-up equity share capital of the Target Company as on the tenth working day after the closure of the Tendering Period. As per Regulation 31 of the SEBI (LODR) Regulations read with Rules 19(2) and 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR"), the Target Company is required to maintain at least 25.00% public shareholding as determined in accordance with SCRR, on a continuous basis for being. However, pursuant to completion of this Open Offer, the public shareholding in the Target Company may fall below the minimum public shareholding ("MPS") requirement as per Rule 18 of SCRR read with SEBI (LODR) Regulations. In such an event, the Acquirers shall undertake such actions within the timelines specified under the SCRR, as deemed appropriate by the Acquirer, to meet the MPS requirements specified under SCRR.

- VI. BACKGROUND TO THE OFFER:
- I. This open offer is being made by all the acquirers to the equity shareholders of Dentax (India) Limited, in accordance with Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and other applicable provisions of pursuant SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Offer Price will be payable in cash by the Acquirer in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations.
- II. This open offer is for acquisition of 26% of the emerged issued, subscribed and paid-up and voting equity share capital of Target Company. After the completion of this open offer and pursuant to acquisition of equity shares as assuming full acceptance, all the acquirers will become the largest equity shareholders with clear majority, by virtue of which they shall be in a position to exercise effective control over the management and affairs of the Target Company.
- III. The prime objective of the Acquirer for this Open Offer is the substantial acquisition of Equity Shares and voting rights and control over the management and affairs of the Target Company.
- IV. The Target Company shall utilize the Subscription Amount for funding current/future expansion plans, potential acquisitions, working capital and general corporate purposes.

VII. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS:

The current and proposed shareholding of the Acquirers in the Target Company and the details of their acquisition are as follows:

Details	Acquirer 1	Acquirer 2	Acquirer 3	Acquirer 4	Total
Name of Acquirers	Cabana Management Consultancy Private Limited	Mr. Sumit Govind Sharma	Ms. Priya Sumit Sharma	Ms. Koushal Govindprasad Sharma	-
PAN	AAAC08777EN	APBPS1581C	BMP55496C	APXPS7600C	-
Address	1st Flr, Office No. 16, CTS No. 896 B1, JP Road Village Amboli, Near Metro Station, Versova, Andheri (W) Mumbai City, Maharashtra - 400058	Ideal CHS Ltd. A-Wing, Flat No. 401, 4th Floor, Gulmohar road, JVPD Scheme, Near Juhu Circle, Vile Parle (W), Mumbai, Maharashtra - 400058	Ideal CHS Ltd. A-Wing, Flat No. 401, 4th Floor, Gulmohar road, JVPD Scheme, Near Juhu Circle, Vile Parle (W), Mumbai, Maharashtra - 400058	7A-12, Juhu Sangeto Apts, Juhu Road, Opp. SMDT College Santacruz West, Mumbai, Maharashtra - 400049	-
Name(s) of persons in control/promoters of Acquirers	NA	NA	NA	NA	NA
Name of the Group, if any, to which the Acquirers belongs to	NA	NA	NA	NA	NA

Name(s) of persons in control /proprietors of Acquirers		NA	NA	NA	NA	NA
Name of the Group, if any, to which the Acquirers belongs to		NA	NA	NA	NA	NA
Pre-transaction shareholding	No. of Equity Shares	NA	NA	NA	NA	NA
	% of Total Equity Voting Capital	NA	NA	NA	NA	NA
Proposed shareholding after the acquisition of shares which Triggered the open offer	No. of Equity Shares	65,00,000	5,000	9,95,080	1,06,806	74,06,806
	% of Emerging Voting Capital	62.51%	0.05%	9.87%	0.99%	73.42% of Emerging Voting Capital
Proposed shareholding after the acquisition of shares (including Offer Shares, assuming full acceptance) which triggered the Open Offer	No. of Equity Shares	-	-	-	-	1,08,20,363
	% of Emerging Voting Capital	-	-	-	-	39.42% of Emerging Voting Capital
Any other interest in the Target Company			Nil			

